এবং পাখি ফোটে ফুল ওড়ে

আমীরুল ইসলাম

ফল পাকলে হয় মিঠা, মানুষ পাকলে হয় তিতা...

আমার বড় আপা থাকে তেরো তলায়। দুলাভাই ফ্ল্যাট কিনেছেন, তিন হাজার স্কয়ার ফুট, প্রশস্ত ফ্ল্যাট, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং অকারণে প্রবেশ নিষেধ। দুলাভাই লোকটাকে আমি একেবারেই পছন্দ করি না। গোঁফহীন একমুখ দাড়ি, সারাক্ষণ মাথায় টুপি- ভালো একজন সরকারি চাকুরে, পাক্কা মুসলমান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং মসজিদে চাঁদার ব্যাপারে উদারহস্ত কিন্তু আমি মনে মনে বলি দুলাভাই পাক্কা অমানুষ। চৌর্যবৃত্তি এবং ঘুষ গ্রহণ দুটো ব্যাপারেই তিনি ওস্তাদ। আমি তাকে পছন্দ করি না বলে তিনিও আমার ওপর নাখোশ।

দুলাভাই যখন বাড়িতে থাকে না ঠিক তখনই আমি এ বাসায় আসি। দু'জন ভাগ্নে-ভাগ্নি, ওদের প্রতি আমার সস্নেহ টান এবং ওদের আদর না করলে আমার বিষণ্নতা তৈরি হয়। এক ধরনের ঘোরে আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাই। এ বাসায় এলে আমি আপার সঙ্গেও তেমন কথা বলি না। কিন্তু এ বাসায় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে প্রতিবার। এবং ব্যাপারটায় আমি খুব পুলক অনুভব করি। বাড়ির এককোণায় ছোট্ট একটা রেলিংঘেরা বারান্দা আছে। এবং এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবারিত রমনার সবুজ উপভোগ করা যায়। দিলু রোড, ইস্কাটনের কোলাহল মুছে গিয়ে তৈরি হয় আকাশের সীমানায় বসবাসের এক উড়ন্ত গৃহ। বারান্দা থেকে আমি দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং নিয়ত উড্ডীয়মান পক্ষীকুলের সঙ্গে নিজেকে প্রতিস্থাপন করি। এবং অলৌকিকভাবে আমার ভেতরে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে থাকে এবং এক সময় আমি টের পাই, রেলিং ভেঙে আমি পতনশীল এবং মাটির কাছাকাছি রাস্তায় আমার পড়ে থাকা ছিন্নভিন্ন লাশ রক্তাক্ত এবং নিহত এবং আত্মহত্যার নামান্তর!

আমি বারান্দা থেকে নিচে তাকাই এবং ভয়চকিত বিহ্বল চোখে নিজের মৃতুদেহের দিকে প্রলুব্ধ তাকিয়ে থাকি। এবং সঙ্গত কারণেই উপলব্ধি করি- আমি মৃত এবং আমি মৃত এবং আমি মৃত।

আমার বোধবুদ্ধি নেই। আমি অসাড়, আমি অচৈতন্য এবং আমার রক্তে ভেজা জামাকাপড় এবং কিছুক্ষণ পর উৎসুক বেকার পথচারীদের ভিড় এবং এম্বুলেন্সের শব্দ। আমি বুঝতে পারি আমাকে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে- লাল সংকেত ও ঘন্টাধ্বনির ভেতর দিয়ে অষুধের গন্ধভরা কোনো ক্লিনিকে। ক্লিনিক আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং সর্বশেষে আমাকে যখন মেডিকেল কলেজের বারান্দায় শুইয়ে রাখা হবে তখন অসংখ্য মাছি এসে গান শোনাবে আমাকে, গান শুনতে শুনতে আমার মগজের মৌমাছিরা বেরিয়ে আসবে এবং তারাও গুনগুন করে মধুর ধ্বনি প্রকাশ করতে থাকবে।

আর আমি মেডিক্যাল কলেজের ব্রিটিশ আমলের নির্মিত বড় থামের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেকেই আবিষ্কার করতে থাকব। ঐতো আমি- স্বপ্নাচ্ছন্ন, নিহত- অনুভূতিহীন এক জৈবস্তুতে রূপান্তরিত কেবলই মৃতদেহ।

আর আমার বারবার মনে পড়তে থাকবে কেন এম্বুলেন্স এতো সামান্য পথ পাড়ি দিতে এতো সময়ক্ষেপণ করল। কেন এম্বুলেন্সের ডানা নেই। কেন এম্বুলেন্স পাখির মতো উড়তে পারে না।

এ রকম নানাবিধ স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে আমি নিঃসীম ঘন অন্ধকারের ভেতর সন্তরণ করতে থাকি। পূর্বাপর কোনো বিষয় তখন আমাকে আর স্পর্শ করে না। শুধু দুটি শিশুর কলহাস্যে আমার ঘুম ভাঙে এবং তারা চিৎকার করতে থাকে-

মামা, চলো নাশতা খাব। মামা চলো না, চলো না, চলো না...

তাদের ছড়ার ধ্বনি আমাকে জাগ্রত করে এবং প্রাণের স্পর্শে যেন জীবনকাঠি, মরণকাঠির খেলায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং ফারহান এবং ফারজানার কলহাস্যমুখরতায় আবার প্রাণবান হয়ে উঠি। এবং অনবরত মাথা চুলকাতে থাকি আর মেডিক্যাল কলেজের স্যাঁতসেঁতে বারান্দার কথা ভাবতে থাকি।

ফারহান আমার জন্য কলা নিয়ে আসে। ফারজানা নিয়ে আসে কমলালেবু। এবং আশ্চর্য মৌনতায় ওদের পাশে বসে থাকি। ওরা পরস্পর খেলা করে। আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে। ওদের শরীর থেকে শিশুর মদির গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং আমার মনে হয়- ওরাই জগতের সবচেয়ে সুখী। ওরাই বুঝতে পারে- আমি ওদের পছন্দ করি। আদর করি এবং ওদের খোঁজখবর রাখি আর ওরাও জানে, মামা খুব সুন্দরভাবে গল্প করে। ওরা গল্প শুনতে চায়। একসময় ক্লান্ত বোধ করে এবং একা রেখে আমাকে ওরা বিশ্রাম নিতে যায়- তখন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে বিকেল এবং আমার আপার বাসায় ফেরার কথা।

আপারও মুখোমুখি হতে ভালো লাগে না। ব্যর্থ মানুষের কাছে মানুষ সবকিছু জানতে চায়। দরিদ্র মানুষের কাছে দারিদ্র্য নিয়ে প্রশ্ন করা যেমন বোকামি- তেমনই আপার নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে আমার ইচ্ছা করে না। আপার বাসায় ফেরার আগে প্রস্থান করি। বাসায় পা রেখেই দুম করে আপা আমাকে চলমান ফোন দেবে এবং-

কেন আর কিছুক্ষণ থাকলি না।

আমি চুপ।

আমার সঙ্গে দেখা না করেই কেন কেটে পড়লি। আমি কি তোর কোনো ক্ষতি করেছি। তোর শুকনো মুখ দেখলে মায়া লাগে। আবার কাল আয়। গল্প করি এবং পরে একসঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করি।

আমি চুপ।

টেলিফোনে আপা অনর্গল বলতেই থাকে-

তোর পাগলামি কি শেষ হবে না? তোর কি বয়স বাড়বে না?

আমি নিশ্চুপ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা একবার দেখিস।

আমি মৌন।

আর্টিস্ট হওয়া এতো সোজা ব্যাপার নয়, বুঝলি?

এই 'বুঝলি' শব্দটার ব্যাপারে আমার ভীষণ আপত্তি আছে। দুনিয়াকো লাথি মারো। এখানে বোঝাবুঝির কিছু নাই। বিজ্ঞানীরা বুঝতে চায়। দার্শনিকেরা বুঝতে চায়- শিল্পী বেঁচে থাকে তার ভালোলাগা নিয়ে। শিল্প কি? শিল্পের দায়বদ্ধতা কতোটুকু?

নাহ্- সব জটিল প্রশ্ন এসে মগজে ভিড় করছে। আর এখনই শুরু হবে মৌমাছির নৃত্য। আমার মগজের মধ্যে একঝাঁক মৌমাছি বাস করে। তারা মধু সংগ্রহ করে। গুনগুন করে গান গায়। একেক দিন একেক রকম গান। এবং কখনো কখনো তারা বেরিয়ে আসে। আমার মাথাটা তখন বোঁ বোঁ করে এবং মৌমাছিগুলো তখন নাচতে নাচতে অন্য কোথাও যায়।

নাগরিক অশুদ্ধ বাতাসে ওরা কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করে এবং উপলব্ধি করে এই নগরে অধিকাংশ ব্যক্তির মগজে পচন ধরেছে। কোথাও মধু নেই। মিষ্টতা নেই। মগজগুলো ফাঁকা, অন্তঃসারশূন্য, অর্থহীন। এবং প্রতিটা মগজের কোষে দৈনন্দিন চাল, ডাল, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস, সন্তানের বেতন, লোলুপতা, একটা বাড়ি, একটি গাড়ির আকাঙ্ক্ষা, ক্রমাগত অর্থহীনতার পেছনে দীর্ঘ দৌড়, উত্থানের চেষ্টা, বাণিজ্যিক বিশ্বের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, চেহারা সুন্দর করার জন্য ফেয়ার এন্ড লাভলী, বিচিত্র পরীক্ষা, চাকরি, উইক এন্ড প্যাকেজ ট্যুর, দেশ উন্নয়নে এনজিওর টাকা গ্রহণ, রাজনৈতিক হানাহানি, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, হত্যা, খুন, ধর্ষণ এবং কিছু ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, ঢাকার পরিবেশ, পোলট্রির মুরগি, প্রোটিনহীনতা এবং ড্রাগ গ্রহণ, সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন, কিশোরী মেয়েটার অকাল যৌনতায় ভেসে যাওয়া, নামাজ পড়া, তাবলিগ করা এবং...

মৌমাছিরা উড়তে থাকে।

অর্থময় কোনো মগজ পাওয়া যায় না বলে মধু সংগ্রহ করা হয় না এবং শূন্য মধুভান্ড নিয়ে মৌমাছিদের প্রস্থান এবং আবার আমার যন্ত্রণা। আমার কোষে কোষে আক্রমণ। মাথাব্যথা। আমি মাথা চেপে বসে থাকি। আমার মগজে মৌমাছিদের নিরাপদ আবাসন। আবার একা একা পথভ্রমণ।

শূন্য বিকেল।

কোথাও যাবার নেই। মনে পড়ে মায়ের মুখ। আটপৌরে, সাধারণ। গোলাকার, ঢলঢলে লাবণ্যময় আর সেটাই সমস্যা। চেহারায় আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকলে পোট্রেট ফুটিয়ে তোলা সোজা। কিন্তু মমতা ও লাবণ্য এই দুটো গুণাবলীকে কিভাবে রং তুলিতে উপস্থাপন করব? দৃশ্য নির্মাণ সহজ কিন্তু দৃশ্যের অনুভূতিকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলব?

ব্যস্ত নীলক্ষেত। রিকশা। ট্রাফিক পুলিশ। সব ঠিক আছে। কিন্তু ঐ যে স্নিগ্ধ মেয়েটি- ঐ যে অভিভাবক ঐ যে চিন্তাক্লিষ্ট মহিলা ওদের অবয়ব, ওদের মানসিক জগতের ছবি কিভাবে আঁকা যায়?

ভাবতে থাকি।

আর একা একা হাঁটি।

ধ্রুব এষের কথা আমার মনে পড়ে যায়। ওর কম্পোজিশন, ওর বর্ণহীনতা, ওর স্পেস ব্যবহার, ওর শিল্প অনুভূতি মনে পড়ে যায়। কিন্তু ধ্রুব ছবি আঁকে না। প্রচ্ছদ ইলাস্ট্রেশন এবং প্রতিভার স্বেচ্ছাচারিতা এবং অপচয়, বড় স্বাধীনচেতা এবং আমার মৌমাছিগুলো কেন ওর কাছে যায় না এবং নীলক্ষেত, শাহনেওয়াজ হল ও পোস্টার কালার, ব্যানার এবং মঞ্চসজ্জা, সেট ডিজাইন এবং কারিগরি দক্ষ একজন মিস্ত্রিতে কেন রূপান্তরিত হচ্ছি!

কেন সারাক্ষণ অর্থচিন্তা, দুশ্চিন্তা এবং বৃদ্ধ পিতার করুণ মুখ। ছোট ভাইবোনদের গ্রাসাচ্ছাদন এবং আমার মাতৃহীনতা এবং স্নেহহীনতা এবং একাকিত্ব এবং বহুস্বপ্ন এবং যে বৃক্ষে পাখি বসে না তারই ডালপালায় স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার পত্রালি এবং...

নীল আকাশ এখন শরৎকাল। এবং আজ সন্ধ্যায় ঢাকা শহর, শাহবাগ, আজিজ সুপার, নিউমার্কেটে রং তুলি এবং

মায়ের মুখ আঁকার চেষ্টা। মমতা ও স্নেহের রং কি? ইয়েলো অকার নাকি ছাই ছাই রং চলো ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই এবং আকাশের বুকে রেখে যাই আমাদের সামান্য পদচিহ্ন।

২.

সবাই হাঁটে এক রাস্তায়
কেউ ভালয় যায়
কেউ হোঁচট খায়...

লিপি ফোন করে।

খুব সকালবেলা। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নিয়ে সবে নিদ্রাজড়িত আমি। ৩ নম্বর রুম। ভাঙা নড়বড়ে চৌকি, মশারি, দুটো প্রাণহীন বালিশ গুটিশুটি আমি। পাশে ভাঙা চেয়ার এবং গতরাত্রির নিষ্পাপ পোশাক, ঘামে ভেজা, অধোমুখে চেয়ারে সেসব এবং আমি অর্ধশয়ান ঘুম ঘুম তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং ক্রমাগত মোবাইলের অত্যাচার।

নিস্তব্ধতা শূন্য, ছায়া ছায়া প্রাভাতিক আভা- স্ক্রিনে লিপির নম্বর। এবং অত্যাচার।

হ্যাঁ... লো...

এতবার ফোন দিচ্ছি, ধরছো না কেন?

ঘুমিয়েছিলাম।

আমি ফোন করলেই তুমি ঘুমিয়ে থাকো। শোনো-

বলো-

আজ কখন দেখা হবে-

এখনই বলতে পারছি না।

মানে?

মানে ঘুমাবো আরও কিছুক্ষণ। তারপর উঠব। হাতমুখ ধুবো। নাশতা করব। বারোটা বেজে যাবে।

বারোটাই বাজা উচিত তোমার।

তারপর আসল কথাটা বলো!

আসল কথা নাই। এগারোটার সময় বেলি রোডে আসবে।

আরেকটু পরে।

না।

উহ্ পাগলামি কোরো না।

কোনো পাগলামি করছি না। পাগল আমি না তুমি?

আমি হালায় পাগল না, পাগলাচোদা।

হো হো... কখন আসছো?

যত তাড়াতাড়ি।

আর হ্যাঁ- আরেকটা কথা।

বলো-

রাতে ফোন ধরলা না কেন?

টের পাইনি।

অসম্ভব। ছয়বার কল দিয়েছি।

তাইলে ঘুমায়া গেছিলাম।

ইমপসিবল। রাত দুইটায় তুমি ঘুমাও না।

শুয়া আছিলাম।

একলা?

হ।

ফাজলামি।

না।

আমার মেজাজ খারাপ হইতাছে।

আমি কি করুম?

আমি কিন্তু তোমার হলে আইসা চিল্লাচিল্লি করুম।

আইজকা কইরো না।

কেন?

পরে বলুম।

না। এখনই।

পরে।

এখনই।

পরে...

আমি লাইনটা কেটে দিলাম। এবং কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখলাম চলমান ফোনটা। কারণ লিপি বারবার ফোন দিতে থাকবে। ফোন দিতে থাকবে। ফোন দিতে থাকবে।

ফোন বাজতে থাকবে।

ফোন বাজতে থাকবে।

বিরক্তিকর, বিষণ্ন রিং টোন। আমাকে জ্বালাতন করবে। আমার মাথা টনটন করবে- এবং মনে হবে আমার পুরো শরীরটা একটা লোহার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এবং সারা শরীরে ঝনঝন করতে থাকবে। নাটবল্টু নড়তে থাকবে। বর্তমান, ভবিষ্যৎ এক হয়ে যাবে। এবং কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নেব।

ঘুম দরকার।

নদীর ওপারের হাট থেকে মা এক পয়সায় যে ঘুম কিনে আনতেন সেই গভীর, অতলস্পর্শী ঘুম। আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম।

আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং

অল্পক্ষণ না অধিকক্ষণ আমি বুঝতে পারি না। পুরো শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে আমি ঘুমাতে থাকি।

ক্রমে আমি শূন্যতা অনুভব করি। শরীর ভরশূন্য হয়ে যায় এবং অলৌকিকভাবে আমি উপলব্ধি করি যে, আমি ক্রমাগত ভাসমান সত্তায় পরিণত হয়েছি। এবং ৫১বর্তীর কিছু ডায়লগ মনে পড়তে থাকে। আমি অতি সাধারণ হয়ে যাই। শেক্সপিয়ারকে মনে পড়ে, রুশোকে মনে পড়ে। মনে পড়ে দ্য প্রিন্স বইটার কথা। মনে পড়ে তসলিমা নাসরিন- আমাদের সাহসী রমণী। সেই প্রতিবাদী রমণী, দেশত্যাগে বাধ্য রমণী এবং আমি আরও সাধারণ হয়ে যাই। যত বেশি সাধারণ হওয়া যায় তত বেশি মনে পড়ে ভ্যান গগকে। পল গগ্যাঁকে- জয়নুলকে, কামরুলকে, সরাচিত্রের নিতাইচরণ, সখের হাঁড়ির ডিজাইনার রাজশাহীর সুখেনকে মনে পড়ে। আর অতি সাধারণ হতে হতে একদা আমি বুঝতে পারি- আমার ৩ নম্বর রুমে, চারজন রুমমেট। গতরাতে গাঁজা খাবার পর চারজনই নিঃসাড়, অচেতনহীন এবং অনুভূতিহীন এবং ঘুমনেশায় মুদ্রিতনেত্র। আমি কি এখন ভাসমান?

আমি আরব্য রজনীর কোন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ম্যাজিকের মতো, আমি শূন্যতায় ভাসমান। এ এক অদ্ভুত আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

আমি নিদ্রামগ্ন।

আমার মায়ের মুখ মনে পড়ে। মা আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইতো।

ঘুম- গভীর ঘুম। নিশ্ছিদ্র ঘুম।

এখন আমার ভাসমান ঘুম।

বিছানার ওপরে শূন্যতায় ঘুমাচ্ছি। রুমমেটরা এখনও নিদ্রিত। পাখি ডাকছে প্রভাতী সঙ্গীত। আমাদের হলের মাঠের একপাশে আছে কেয়া

ঝোপ। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না লিখেছিলেন, কেয়া পাতার নৌকা গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে নাকি জলে- ভুলে গেছি। ঐ গাছের কি পাখি বসে? কেয়া ঝোপে কি পাখি গান গায়?

জানি না।

ঘুমের মধ্যে আমার পাখিদের কথা মনে পড়ে। পাখিরা কেমনভাবে সঙ্গম করে, কেমনভাবে ওড়ে, পাখিদের ঘরবাড়ি কোথায়? পাখিদের কথা ভাবতে ভাবতে আরও গভীর ঘুমের মধ্যে আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাই। আরও গভীর ঘুম। আরও ঘুম... এবং কে যেন ঘুমের মধ্যে কড়া নাড়ে- অবনী বাড়ি আছো? আধেকলীন ঘুমের মধ্যে আমি- পরাঙ্মুখ সবুজ নালি ঘাসে... মনে পড়ে না, পংক্তি মনে পড়ে না।

আমি ভাসমান এবং ভাসমান এবং তন্দ্রাঘোরে ভাসমান এবং কে যেন আমাকে নাড়াচাড়া করে। কে যেন ডাকে আমাকে...

আয় ঘুম, আয় ঘুম...

আমি হতবিহ্বল, হতভম্ভ হয়ে দেখি আমার ভাঙা চেয়ারটায় লিপি বসে আছে।

লিপি?

লিপি কি?

এই চেয়ারটা আমার হলের পূর্ব পুরুষরা রেখে গেছে। আমি এর পঞ্চম উত্তরাধিকারী। আমি এর পূর্ব পুরুষদের ঠিকানা জানি না। কথিত আছে একজন আফজাল হোসেন- আজকের নায়ক একদা চিত্রশিল্পী- এই চেয়ারটার মালিক ছিলেন। হল জীবনেই তিনি অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিমান- ছবি আঁকতেন, ইলাস্ট্রেশন করতেন, পরে নাটক লিখে, বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করে যশস্বী হয়েছেন। আমি পঞ্চম পুরুষ হিসেবে তার চেয়ারের উত্তরাধিকার বহন করছি। ভাঙা চেয়ার- খুব সাধারণ। নকশা-টকশা কিছু নেই। বসলে নড়বড় করে।

মনে মনে বলি, লিপি ওখানে বসো না। তুমি উঠে এসো আমার বিছানায়।

একে কি বিছানা বলে?

শতচ্ছিন্ন ময়লা চাদরে আবৃত একটি লেপ্টে যাওয়া গদীর ওপর আমি ঘুমাই- একেবারেই ভাঙা চৌকি এবং পাশে ভাঙা টেবিল। কাঠ, টিন এবং ইটকে মেটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে একটা টেবিলকে দন্ডায়মান রাখা হয়েছে এবং যে কোনো সময় এর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এবং যে কোনো সময় এবং শিল্পী জীবন ব্যাহত হতে পারে এবং এই টেবিলটা আমার অস্তিত্বের সমার্থক এবং এই টেবিলে আমি অসংখ্য ব্যর্থ কবিতার জন্ম দিয়েছি এবং এই টেবিলে আমি অসংখ্য স্কেচ করেছি এবং অসংখ্য বাণিজ্যিক কাজের ক্রেতা-আকর্ষণী ডিজাইন করেছি এবং এই মুহূর্তে টেবিলের এক কোনায় লতানে হাত রেখে লিপি মিটিমিটি হাসছে এবং...।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম এবং মশারিটাকে ফট করে তুলে দিয়ে ছুটলাম বাথরুমে এবং কোনো মতে মুখে হাত দিয়ে শ্যাওলা জমা আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। এবং আয়নায় অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখে বুঝলাম আমার চোখ লাল নির্ঘুম রাত্রির ছায়া চোখে ঘনায়মান এবং ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ভেঙে যাওয়া একটা মাটির পাত্রের মতো লাবণ্যহীন আমার চেহারা এবং...

লিপি, তুমি কি সত্যি সত্যি চিৎকার চেঁচামেচি করবে?

আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খাওয়াও।

আমি লুঙ্গিটাকে কব্জা করতে করতে কুতুবকে ডেকে নিয়ে এলাম। পাশের হোটেল থেকে ও নাশতা আনবে ডিম পরোটা ভাজি। চা আনবে কনডেন্সড মিল্কের শূন্য ডিবায়। দুধ-চিনি বেশি, হালুয়ামার্কা এক ধরনের চা এবং... খেতে খেতে লিপি আমাকে গালমন্দ করবে। অপমান করবে এবং আমাকে কিছুক্ষণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রাখবে এবং আমার প্রেম আরও গভীর হবে। আমি স্বল্পভাষী থাকব।

বড়লোকের খেয়ালি কন্যা হলেও লিপি খুবই ইমোশনাল, লক্ষ্যহীন এবং দুর্দমনীয় ভালোবাসার শক্তি এবং অদ্ভুত আচরণ। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তার আগে-

: লিপি, তোমাকে একটু মন ভরে দেখতে চাই এই মুহূর্তে।

: দ্যাখো, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে...

: গানটার সুরটা যেন কি?

: আমিও জানি না।

আমি ভাবতে থাকি কেন সব জানতে হবে আমাদের। কে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে, কিছু না জানাটা অজ্ঞানতা। ওরা জানে না- না জানার মধ্যে কতো অজানা লুকিয়ে থাকে। এতে লজ্জা করা উচিত নয়।

: ঠিক আছে লিপি, জানো না- এই কারণেই আমি তোমাকে পছন্দ করি।

লিপি মুখ নামিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে ডিম পরোটা মুখে কব্জা করে। খুব সলজ্জ ভঙ্গি। কুসুমসহ ডিমটাকে মুখে পুরে গাল ফুলিয়ে টসটস করে আমার দিকে তাকায়। আমি রূপ-তৃষ্ণায় হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে যাই।

লিপির কানের লতি, গালের টোল, চোখের নম্রতা, চুলের ভাঁজ এবং নিরাভরণ গলা এবং একটু নিচে উদ্ভিন্ন স্তনের অসম্পূর্ণ বিকাশ তারপর সমগ্র শরীর এবং পোশাকে মোড়ানো অতীন্দ্রিয় শরীরী মূর্ছনা এবং তোমাকে আজ খুব সেক্সি...

থাক। সকালবেলা উল্টাপুল্টা কিছু শুনবার চাই না।

না আইজকা তোমারে হেভি লাগতাছে।

চোপ

চুপ করুম না। ফতুয়া আর জিন্সটা যা পরছো না মাল, তুমি একটা মালই বটে, কোন হালায় যে তোমারে পয়দা করছে-

হি। হি। হি। হি।

মুখ টিপে হাসতে থাকে এবং ডিমের কুসুমটা উদরের তলদেশে পৌঁছে যায়।

তোমার বুকটা আইজকা যা লাগতাছে না।

আবার বাজে কথা। তোমারে কিন্তু পাগলাচোদা আমি...

কি করবা ছিঁড়া খুড়া ফালাইবা?

এবারে আর কথার জবাব দেয় না লিপি। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমি হাঁটুমুড়ে অলস ভঙ্গিতে বসে আছি চৌকিতে। ফিনফিনে ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে আমি যেন পুরো শরীরটা দেখতে পাই লিপির। চৌত্রিশ বুক, ত্রিশ কোমর, ছোট্ট একটা হিরের আংটির মতো নাভিমূল আর সমর্থ স্তন- আমি আদর করে বলি একটা সূর্যমুখী, একটা চন্দ্রমুখী। বাদামী বৃন্ত, হাতের স্পর্শে সজীব এবং শক্ত- আমি মুখ ডুবিয়ে, মুখ ডুবিয়ে এবং ঘাড়ের নিচে চুম্বন, কানের লতিতে চুম্বন এবং নাভিমূলের নিচে স্পর্শ এবং স্ফুরিত ঠোঁটদ্বয় নিয়ে কামড়াকামড়ি এবং ভেনাসের বাড়িতে একটি দুপুর এবং লাল রক্তিম একটি দিনের কথা আমার মনে পড়তে থাকে... মনে পড়তে থাকে... আমি লোভী হয়ে উঠি এই মুহূর্তে এবং ধীর গতিতে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেই লিপির দিকে এবং লিপিও উল্টো করে হাতটা মেলে দেয় এবং মুঠোর মধ্যে হাতের তালুটা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ স্থির এবং অস্থির এবং স্তনদ্বয় এবং উরুদ্বয় এবং পশ্চাৎদেশ এবং বাৎসানের কামসূত্রের ড্রইং এবং আচমকা চমকে ওঠা একটি সকাল এবং লিপির আবদার-

: চলো আজ দূরে কোথাও যাই। আশুলিয়া, কিংবা গাজীপুর কিংবা মেঘনা ঘাট কিংবা কুমিল্লার খাদি দোকান কিংবা...

আমি নির্বিকার এবং আমার মন খারাপ হতে থাকে এবং বলতে থাকি-

: লিপি আজ আমার ভয়ানক মন খারাপ। আজ কোথাও যাব না।

: কেন?

: মন ভালো নেই।

: কারণ?

: তোমাকে বলা যাবে না।

: কি রত্নার সঙ্গে দেখা করতে হবে আজ। আউটডোরের নামে সারাদিন রমনা পার্কে হৈ চৈ, হাসি গান এসব বুঝি না আমি!

আমি চুপ থাকি।

: কেন যাবে না। বলতে হবে। উত্তেজিত হয়ে ওঠে লিপি-

ভয়ঙ্কর দোষ ওর, হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না। অকারণে চিৎকার করবে এবং খামচা খামচি এবং ওর নাকের ফুল রাগে ক্ষোভে কম্পমান এবং চোখ লাল হয়ে উঠবে এবং ম্যানেজ করা কঠিন হয়ে উঠবে এবং...

: আজকে কাজ আছে আমার।

: কি কাজ?

: অনেকগুলো কাজ।

: আমি একটা কাজের কথা শুনতে চাই।

একটু পরে আমাকে যেতে হবে বাহার ভাইয়ের ওখানে নিত্য উপহারে। টি-শার্টের অর্ডার আছে কয়েকটা। ডিজাইনটা দেখিয়ে দিতে হবে।

তারপর...

আরও জানতে চায় লিপি।

তারপর একটু রবীন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করব। স্ক্রিনে প্রিন্ট কয়েকটা কার্ড প্রয়োজন।

আজিজে আর কেউ আসবে না আজকে। কোনো মাইয়া- যাগো দেখলে তোমার মাথা ঠিক থাকে না?

না, এমুন কেউ আইব না?

এরপরে কি করবা?

দুপুরে ইমপ্রেসে যামু। আমীরুল ভাই খবর দিছে। একটা সেট বানাইতে হইব- রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা আর সাদী মহম্মদের গানের সেট।

সেট তো আর আইজকা বানাইবা না?

কিন্তু যাইতে হইব। ডিজাইন নিয়ে আলোচনা হইব। আর আমীরুল ভাই বহুৎ খাইশট্যা পাবলিক। না গেলে চিল্লাচিল্লি করবো-

তুমি তো একটা কামের লালু এবং কামের পাহাড় নিয়া বইছো। এতো কাম থাকতে আবার মন খারাপ হয় কেন?

অন্য কারণে।

কারণটা কওয়া যায় না?

যায়।

তাইলে কয়া ফালাও।

আইজকা আমার মায়ের মৃত্যুদিন। মায়ের কথা খুব মনে পড়তাছে। আমার মায়ের মুখ।

বলে আমি ছোট্ট শাদা রঙের পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলে ধরি লিপির সামনে লিপি ছবিটার দিকে তাকায়, অনেকক্ষণ তাকায়, অনেকক্ষণ তাকায়, আমি মায়ের কথা ভাবতে থাকি মায়ের হাতের রান্নার কথা মনে পড়ে যায়। এবং ভুনা গরুর মাংসের কথা, পুঁইশাক দিয়ে ডালের কথা, বেশি পেঁয়াজ দিয়ে টাটকিনি মাচের চচ্চড়ির কথা, চৈত্রমাসে কাঁচা আমের টক রান্না, মনে পড়ে যায়... মনে পড়ে যায়...

লিপি কিছু বলে না। তার হাতব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ফতুয়াটা ঠিক করে। আমি আবার স্তনের দিকে তাকাই এবং বুঝতে পারি বাদামি রঙের আউটলাইন দেয়া ওর স্তনটা কতোটা আকর্ষক এবং কতোটা স্পর্শাতীত, কতোটা শক্ত এবং স্তনে স্পর্শ করা মাত্র লিপি কতোটা নারী হয়ে ওঠে এবং যেন প্রাচীন ভারত বর্ষের কোনো সুন্দরী এবং মন্দির গাত্রে স্থাপিত কোনো মিথুনমূর্তির প্রতিস্থাপনায় লিপির শরীর নৃত্যরত।

- আমি চললাম।

- কোথায় যাইবা।

- জানি না।

- রাগ কইরো না। সকালে আইছো, চমক দিছো দিনটা আমার ভালো যাইব।

- তুমি তোমার মায়ের কথা ভাবতে থাকো। আর আমারে কোনো ফোন দিবা না সারাদিন-

আমি চুপ থাকি। মায়ের কথা মনে পড়ে যায় এবং আবার ঘুম আসে এবং একটা জেদী মেয়ের শরীর নিয়ে ভাবতে থাকি এবং ঘুম পায় আমার এবং ঘুম পায় আমার...

৩.

গায়ের কালি ধুলে যায়
মনের কালি ম'লে যায়

মিথিলার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল আমার। নিউমার্কেটের ভেতরে, লাইট কনফেকশনারীর সামনে, নিউমার্কেট গিয়েছিলাম রং-তুলি কিনতে।

মিথিলাকে দেখে আমি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। কার্টুন ফিল্মের একটা চরিত্রের মতো, নাচতে নাচতে এবং হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে এবং বিমূঢ় ভাব নিয়ে আমি মিথিলার দিকে এবং মিথিলা সেই মোহনীয় হাসি দিয়ে এবং খলবল এবং খলবল এবং স্যান্ডেলের মৃদুশব্দ এবং উচ্ছল মিথিলা-

কিহে রিদয় খবর কি তোমার?

আমি থতমত এবং থতমত এবং এক মুখ দাড়ি এবং ভাঁজপরা টি-শার্ট এবং বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন ক্লান্ত দুপুর এবং চটি স্যান্ডেল এবং ভ্রাম্যমাণ মনোভাব এবং মিথিলা-

রিদয়, কথা কও- হঠাৎ তোমার লগে দ্যাখা হইল।

আমি ফ্যালফ্যাল এবং অপলক এবং স্বর্ণপাতা সিগারেটের ধোঁয়া এবং বিষণ্ন নিউমার্কেটের মন্থর কেনাকাটার ভিড়ে চুপচাপ এবং সিগারেট টানতে টানতে-

মিথিলা, তুমি কেমন আছো?

ভালো, খুউব ভালো।

তোমার হাজবেন্ড কই?

আছে। এখনতো অফিসে- ব্যাংকে গ্যাছে।

অহন থাকো কই?

রামপুরা। ফ্ল্যাট কিনছে আমার সাহেব।

ভালোই আছো তাহলে?

হ, খুব ভালো আছি।

চলো চা বা কফি খাই।

কি, তুমি খাওয়াইবা?

প্রশ্ন করি আমি।

নিশ্চয়ই।

মিথিলা কলহাস্যমুখর হয়। তারপর নাচতে নাচতে আমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। মিথিলা কি আগের চেয়ে মুটিয়ে গেছে? মিথিলা কি আরো সুন্দর হয়েছে? মিথিলার মাখনের মতো বুক- ওখানে আমি কতোদিন ঠোঁট রেখেছি। মিথিলার বাসায়, নীরব দুপুরে, খালাম্মা কলেজে গেছে ক্লাস নিতে- মিথিলার বিছানায় হয়ে গেল আমাদের। খুব বেশিদিন আগের ঘটনা নয়। এবং পরে মিথিলা খুব লজ্জা পেয়েছিল এবং যে মেয়ে খুব প্রগলভ, কলহাস্যময়, পরিহাসপ্রিয় তারা কিছু কিছু গোপন কাজে বড় লাজুক। বড় চুপচাপ। এবং-

মিথিলা বাথরুমে ঢুকে আধাঘন্টা বের হতে চায়নি। আমাকে বলেছিল, তুমি চলে যাও।

আমি যাইনি। আমি ড্রইং খাতা বের করে আপন মনে মিথিলার পড়ার টেবিলে বসে আঁকিবুঁকি, আঁকিবুঁকি, আঁকিবুঁকি করেছিলাম এবং তারপর জিনসের শার্ট প্যান্ট পরে মিথিলা এসেছিল আমার সামনে। এবং হঠাৎ করেই এক ঝটকায় আমাকে জড়িয়ে ধরে কামড় বসিয়েছিল এবং বারবার বলেছিল

তুমি একটা দস্যু। তুমি একটা Stupid. তুমি একটা হারামি।

আমার গালে রক্তাভ ভাব। মিথিলার লিপস্টিকহীন ঠোঁট আরও মদির আরও আকর্ষণীয় আর তিরতির করে কাঁপছে। আমি বুঝেছিলাম মিথিলা তৃপ্ত। মিথিলা তৃপ্ত এবং মিথিলা আরও কিছু করে ফেলতে পারে। মিথিলা ভ্রমের রাজ্যে আছে এবং আমি আবার মিথিলার বুকে হাত রাখি এবং মিথিলা হাতটা সরিয়ে দেয় এবং বলতে থাকে ব্যথা, আস্তে, ব্যথা।

আমি বোকার মত বলি,

কেন?

মিথিলা মদির চোখে তাকায় এবং বলে, তুমি লাল করে দিয়েছ কামড়ে এবং আমার মনে পড়ে না আমি আদৌ স্তনে কামড় দিয়েছি কিনা এবং স্তনের রঙ সাদা থেকে লালে রূপান্তরিত হয়েছে কিনা এবং মনে হতে থাকে- এবারে একটা অয়েল পেইন্ট করব লাল স্তনের। সেই লাল আভা যা মিথিলার সাদা ফকফকে স্তনে দ্রষ্টব্য হয়েছিল। এবং মিথিলার ফিগার অসাধারণ এবং শরীর খুব নরম এবং উষ্ণ এবং সুস্বাদু এবং আরও কিছু আপত্তিকর জিনিস আমি ভাবতে থাকি এবং কফির কাপে চুমুক দেই এবং মিথিলাও চুপচাপ থাকে এবং ওর স্ফুর্তি অনেকটা কমে যায় এবং তারপর

শ্বশুরবাড়ির গল্প শুরু করে এবং তার স্বামী কত ভালো এবং তাকে কত জিনিস কিনে দেয় এবং মিথিলা বলতে চায় লোকটা একটু বয়স্ক বলেই পারে না, সব পারে না বেচারা, বিছানার মধ্যে ফুল ফোটাতে পারে না এবং মিথিলা আমাকে একদিন বাসায় নিয়ে যাবে এবং সারাদিন থাকা এবং আমরা দুজন দলিত মথিত হবো এবং আমাদের আলোচনাটাকে ক্রমে যৌনতার দিকে নিয়ে যায় এবং উচ্ছ্বসিত ভাবধারায় মিথিলার ওড়না বারবার সরে যেতে থাকে এবং আমাকে আবার বিষণ্নতায় গ্রাস করে এবং আমি নিজেকে পুরুষবেশ্যার মত ভাবতে থাকি এবং আমার মনে পড়ে যায় লাজনম্র মিথিলার স্তনের লাল রঙের উদ্ভাস এবং অবাক ব্যাপার কিছুক্ষণ পর আমি প্রত্যক্ষ করি, মিথিলা আসলে আজকে পরে এসেছে লাল জামা লাল সেলোয়ার এবং লাল টিপ এবং কফিতে চুমুক দিতে দিতে লাল রঙের কথা ভাবতে থাকি এবং এক সময় আবিষ্কার করি আমার অবস্থান এই মুহূর্তে লালবাগে এবং আমাদের ফার্স্ট ইয়ার, মধুর করুণ ফার্স্ট ইয়ার এবং আউটডোর এবং লালবাগ কেল্লার পুরনো ভাঙা ইটের ওয়াটার কালার এবং রফিক, আজম, লোপা এবং নবী স্যারের ড্রইং এবং মনে পড়তে থাকে নবী স্যার বলেছিলেন, আরে মিয়া, মন দিয়া যা আঁকবা তাই ছবি। ছবি আঁকনের আগে বুঝতে হইবো তুমি কি আঁকবার চাও। আর প্র্যাকটিস করবা। সারা দিনরাত প্র্যাকটিস করতে হইবো এবং সারা দিনরাত পরিশ্রম। আর্টিস্ট মানে তো কামলা এবং নবী স্যার আরও অনেক মজার মজার কথা বলে এবং ড্রইং দেখে কারেকশন করে দেয় এবং অদ্ভুত জাদুকরী হাত নবী স্যারের। যাকে বলে ড্রইং মাস্টার। ওয়াটার কালারের জাদুকর। কার্টুনের জাদুকর। মনে পড়ে নবী স্যারকে এবং নবী স্যারের ক্লাস এবং নবী স্যারের পুরনো দিনের ড্রইং এবং নবী স্যার এবং নিসার স্যার এবং শিশির স্যার এবং আর্ট কলেজ আঙিনা এবং

আউটডোর লালবাগ কেল্লা এবং লাল জামা, লাল স্তন, মিথিলা তুমিও কি লাল?

লাল ষাঁড়ের কথা মনে পড়ে গেল। স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই এবং স্পেন এবং জন মিরো এবং সুররিয়ালিজমের প্রধান চিত্রশিল্পী এবং রেনে ম্যাগ্রিথ এবং সালভাদার দালী এবং অবিশ্বাস্য অলৌকিক সব চিত্রমালা এবং মনিরুল ইসলাম, কোন মনির এবং মিথিলার লাল জামা...

আমার কেমন জ্বর জ্বর ভাব। খুকখুকে কাশি এবং কিছুটা ম্যাজম্যাজে ভাব এবং গতরাতে পিকক এবং দেশী ভদকা এবং শ্বাসভারী হয়ে যাওয়া এবং মিথিলা নয় রত্না নয় এবং লিপি কি থাকবে, লিপি কি পাশে দাঁড়াবে, লিপি কি কথা বলবে, লিপিকে নিয়ে সারাদিন, সারা রাত, লিপিকে নিয়ে অন্য কোথাও- একটা জেদী ভালোবাসা, রাগী উন্মত্ততা, সব কিছু ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলা এবং কেন যাব মিথিলার বাসায়। কেন যাব মিথিলার সাথে মিথিলা কে আমার? মিথিলা কে আমার?

মিথিলার স্বামীকে নিয়ে ভাবনার ডালপালা মেলতে থাকে। একটু বয়স্ক- টাকা অলা মানুষ। টাকা পেলে আরও কিছু বাদ দিতে হয়। এক ধরনের প্রাপ্তি, আবার আরেক ধরনের অপ্রাপ্তিতে ভেসে যায় সব। কি নাম যেন মিথিলার স্বামীর? ওনার কি মুখভর্তি দাড়ি? উনিও কি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন? উনিও টাকা জমান। টাকা খরচের ব্যাপারে উনিও কি কৃপণ? ওনার কি সুন্দরী, সুশ্রী, সুঠামদেহী স্ত্রী প্রয়োজন? এই স্ত্রী কি কেবল দৃশ্যসজ্জার জন্য ব্যবহৃত এই স্ত্রীর ভোগ-লালসা ও স্বপ্ন কি উহ্য?

আমি এতোকিছু ভাবছি কেন?

কবে কখন কোথায় মিথিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, উড়ন্ত দুরন্ত ঘুরেছিলাম, মিথিলার বাসায় গিয়েছিলাম, ঘুমিয়েছিলাম মিথিলার সঙ্গে তারপর একদিন মিথিলা বলেছিল, ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এবং মিথিলা নির্বিকারভাবে বলেছিল এবং নিজের ঘরের দরজা আটকে মিথিলা কাপড় খুলেছিল এবং ওর ভারি স্তনের অবয়ব দেখিয়ে আমাকে বলেছিল, মনে রেখো এইসব। মনে রেখো। আমার জামাই এসব দেখার আগেই এসব তোমাকে দেখালাম। তুমি শুধুই আমার বন্ধু ছিলে এবং বন্ধু এবং বন্ধু... শুধুই বন্ধু... আমি বন্ধুত্বের খুব মূল্য দেই।

হাসতে হাসতে বলেছিল মিথিলা...

আজ এই সময় নিউ মার্কেটের এই ক্লান্ত, মন্থর দুপুরে মিথিলাকে দেখে একটু স্থূল মনে হয়। ওর স্বামী ওকে পারে না- তাহলে মিথিলা কোথায় যায়, কোথায় যায়, কার কাছে, শুধু বন্ধুত্বের আশায়, বন্ধুত্ব পাওয়ার আশায় কোথায় যায় মিথিলা? কার কাছে যায়? মিথিলা তুমি কি একটু অতিরিক্ত বেশি চাও বন্ধুত্ব? বন্ধুত্ব মানে কি মিথিলা? আমি সামান্য চিনি তোমাকে খুব সামান্য এবং রক্তে-মাংসে চিনি তোমাকে। তুমি কিভাবে কামনার রক্তগোলাপ হয়ে ওঠো আমি জানি এবং তুমি কি অনিন্দ্যসুন্দর এবং তুমি কেমন, আমি জানি এবং

এখন তুমি কি করছো মিথিলা?

বিষণ্ন কণ্ঠে আমি জানতে চাই।

আমার মগজের কোষে কোষে মৌমাছির গুঞ্জন শুরু হয়। মৌমাছি নাচতে থাকে। ফুরফুরে মৌমাছি ওরা মগজ থেকে বের হবে এবং অন্য মগজের মধু আহরণ করবে এবং ওরা প্রবেশ করবে মিথিলার মগজে এবং মিথিলা মধু ঢেলে দেবে এবং মন খারাপ হয়ে যাবে এবং মিথিলার জবাবের জন্য আমি অপেক্ষা করতে থাকব এবং মিথিলা বলতে থাকে-

ওহো রিদয়, তোমাকে বলতে একদম খেয়াল নেই, আমি তো মডেলিং শুরু করেছি।

আমি চোখ বন্ধ করে শুনতে থাকি। মিথিলা বলে যায়।

একটা বুটিক শপের ফটোসেশন। একটা পাউডারের টিভিসি আর খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে দেখতে পাবে মেগা ধারাবাহিকে।

বাহ্ গুড নিউজ। তাহলে তো ফিউচার উজ্জ্বল। এখন আর কে পায় তোমাকে! তোমার ফ্রেন্ডরও অভাব হবে না।

মিথিলা সেই মন্দাক্রান্তা হাসি দেয়। মেঘাচ্ছন্ন হাসি।

মিথিলা, তুমারে আর পাইব কে! তুমি তো এখন বহুৎ... অন্য রকম হয়া যাইবা। স্টার- স্টার হইবা। ফটোসেশন, সেট লাইট ক্যামেরা, আর ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান, পার্টি... বাহ্ এখন উড়তে থাকবা, উড়তে থাকবা। উড়তে থাকবা মিথিলা-

তোমার লগে দেখা হয়া যাইব। আমি তো মিডিয়া লাইনে কাম শুরু করছি। সেট বানাই। তুমি চালায়া যাও মিথিলা। চালায়া যাও মিথিলা। তুমি চালায়া যাও মিথিলা।

মিথিলার ওড়না উড়তে থাকে। মিথিলার চোখে ক্রুর হাসি। মিথিলা বলে,

কই, বাসায় আইবা কবে! আর হ্যাঁ, আমার মোবাইল নাম্বারটা তুমি রাইখা দাও। কামে দিব।

আমি আগ্রহ প্রকাশ করি না। আমি তো যাব না কোথাও। মিথিলার বাড়িতে যাওয়া হবে না আমার...

আইসো একদিন। এখন আরো মজা পাইবা। এখন আমি আগের চেয়ে আরও এক্সপার্ট- তোমারে আদর কইরা দিমু তুমি পাগল হইয়া যাইবা।

মিথিলার কথাগুলো অশ্লীলতার পর্যায়ে চলে যায় এবং দুর্বোধ্য লোভের ঘূর্ণিপাকে আমি ঘুরতে থাকি। এবং মিথিলার পচা মাংসের শরীরটা আমার কাছে রক্তহীন মনে হয় এবং ওর বাঁকা কথাগুলো সিগারেটের ধোঁয়ার মতো আমার মগজের চারপাশে ঘুরতে থাকে। আমি টের পাই মিথিলার স্তনে পচন ধরেছে এবং কীটদষ্ট স্তনে কিলবিল করছে অসংখ্য পোকা এবং আমাকে মুহূর্ত মধ্যে বিচলিত করে তোলে সবকিছু এবং আমি মিথিলার দিকে তাকাতে পারি না এবং ওর হাতে আমি কাটাকুটির দাগ দেখতে পাই এবং মিথিলা আমার কাছে ক্রমে কদর্য হয়ে ওঠে এবং মুক্তি চাই এবং বলতে থাকি-

মিথিলা আমি ভালো আছি। আমাকে নষ্ট করো না এবং

মিথিলা মিটি মিটি হাসতে থাকে। এবং আমার মগজ কুরে কুরে খেতে চায় এবং আমাকে সাথে নিয়ে যেতে চায় এবং আমি কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।

৪.

রসিকে রসিক চেনে, ভোমরায় চেনে মধু...

আমার মন ভালো থাকলে আপার কথা মনে পড়ে। ফারহান এবং

ফারজানার কথা মনে পড়ে। এই ভাগ্নে-ভাগ্নি দুজন আমার প্রাণ। ওদের জন্য চকলেট পকেটে নিয়ে ঘুরি সারাক্ষণ।

ওরা আদর কেড়ে নেয়।

মামা, মামা বলে যখন কাছে আসে তখন আমার শিল্পীসত্তা জাগ্রত হয়। পবিত্র যীশুর অবয়ব ধারণ করি। জগতের সকল কিছুকে তখন অনির্বচনীয় সুন্দর মনে হতে থাকে। যেন দীর্ঘ একটি ফ্রেসকো আমি তুলি চালাচ্ছি। স্থির একটি দেয়ালে শুরু হচ্ছে প্রাণের স্পন্দন এবং অপূর্ব একটি দৃশ্যকল্প।

আজ দুপুরে ফারজানা ফোন করেছিল।

মামা, তুমি অনেকদিন বাসায় আসো না। কবে আসবা?

এখনই আসব মামা?

আইসা পড়ো। কি আনবা আমার জন্য?

তুমিই বলো।

চকোলেট আনবা।

আনুম।

পকেটের মধ্যে রাখা চকলেটগুলো তখন নড়াচড়া করে। ওরাও যেন হেঁটে হেঁটে চলে যেতে চায় ফারজানার কাছে। কী অপূর্ব মিষ্টি কচি কচি ভাঙা কণ্ঠস্বর ফারজানার। আমার পুরো শরীর যেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে নাচতে থাকে। মনে হয় পাখির মতো ডানা তৈরি হয়েছে আমার দুপাশে। আমি যেন উড়ে যাচ্ছি।

ফারহান এবং ফারজানার তেরো তলার ফ্ল্যাটে সেই ছোট্ট বারান্দায় আমি যেন উড়ন্ত ঈগল। টেলিফোনের শব্দের চেয়েও দ্রুতবেগে আমি উড়েছি।

আমার কোলে এখন দুই শিশু। শিশুর মুখ, শিশুর মুগ্ধতা- এর চেয়ে সুন্দর ড্রইং আর কিছুতে নেই। আমার অনির্বচনীয় ভালো লাগা- আচ্ছন্ন করে রাখে আমাকে। শিশুর স্নিগ্ধ গন্ধের মধ্যে আমি ডুবে থাকি এবং আমার মনে পড়তে থাকে টোকন ঠাকুরের কবিতার পঙক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকতে টোকন ওর নামের সঙ্গে ঠাকুর লাগিয়েছে কেন? ইচ্ছে করে? হয়তো। টোকনও আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিল। ও ছবি আঁকে না। কবিতা লেখে এবং কবিতা ও ছবি একই ব্যাপার। দুটোতেই শিল্পমনস্কতার প্রয়োজন আছে। একজন কবি আসলে শব্দ বর্ণ ছন্দের মাধ্যমে ছবিই আঁকেন। নির্মাণ করেন দৃশ্যকল্প, চিত্রকল্প এবং চিত্রশিল্পীও কবিতা লেখেন। এবং রং-তুলি ব্যবহার করেন এবং অনুভূতির নির্মাণ করেন এবং আমি ফারহানের সঙ্গে গল্প শুরু করি এবং ফারহান বারবার একই গল্প শুনতে চায় এবং আমি সেই বিশালদেহী ভয়ঙ্কর রাক্ষসের গল্প শুরু করি এবং হাঁউ মাঁউ খাউ মানুষের গন্ধ পাউ- আজ খুব বেশি দূরে যাব নারে নাতনি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। রূপকথার গল্পে রাক্ষসরা সব সময় উল্টো কথা বলে। যেদিন দূরে যায় বলে সেদিন তারা কাছাকাছি যায়। আর যেদিন কাছে যাবে বলে সেদিন দূরে যায় এবং রাক্ষসের সঙ্গে আমার চমৎকার মিল আছে এবং আমরাও প্রত্যেকে যেন রাক্ষসের মত আচরণ করি।

ফারহান বারবার রাজকন্যাদের গল্প শুনতে চায় এবং আমি ওকে বোঝাতে পারি না যে, এই শহরে আসলে রাজকন্যা নেই। অধিকাংশ ডাইনি আছে এবং আমি ডাইনিদের অনেককে চিনি এবং তোমাকে আমি সেইসব ডাইনিদের কথা শোনাতে পারব না এবং তুমি বড় হলে তোমাকে আমি রক্ষা করব এবং তুমি যেন ডাইনিদের পাল্লায় না পড়ো এবং তুমি আরেকটু বড় হলে তোমাকে আমি এক দুখী রাজকন্যার গল্প শোনাব। যে মেয়েটা রাজপ্রাসাদে কাজ করত। ময়লা কুড়াতো। দুইবেলা ঠিকমতো খেতে পারত না এবং একদিন সেই মেয়েটিকে পছন্দ করে নিয়ে চলে গেল দূর দেশের এক রাজপুত্র এবং মেয়েটিকে বিয়ে করল এবং মেয়েটি রাজকন্যা হয়ে গেল এবং বিষণ্নতা ভুলে মেয়েটি আনন্দিত হলো এবং গল্পটা ফারহান ও ফারজানাকে শুনিয়ে কোনো আনন্দ পাওয়া গেল না। কারণ ওদের শিশু মুখে কোনো প্রতিচ্ছাপ নেই এবং ওরা বারবার অন্য গল্প শুনতে চাইলো এবং গল্প না বলে আবার চকোলেট বের করলাম এবং আবার শুরু করলাম এবং আবার এবং আবার শুরু এবং আবার সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের গল্প এবং টেলিফোন বেজে উঠলো এবং লিপির টেলিফোন এবং দ্রুত ও ঝনঝন শব্দ এবং এখন বিকেল।

হ্যালো কই তুমি?

আছি।

কই তুমি বলো না!

দূরে, অনেক দূরে আছি।

কত দূরে, কোথায়?

উদ্বিগ্ন লিপি।

জলদি কও কই তুমি?

আমি চুপচাপ।

কইতে পারো না কোথায়?

উত্তেজনা বাড়তে থাকে। আমি দুটি শিশুর পাশে নির্বিকারভাবে রাক্ষস হয়ে যাই। এবং

তোমাকে খুব জরুরি দরকার।

ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কোথায়?

বেলি রোডে। এখনই তুমি আসো।

বললেই কি আর আসা যায়?

আসতেই হবে। নইলে আমি...

আমার হাসি পায়।

যদি আসতে না পারি-

নিরুত্তর টেলিফোন।

তুমি কি অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে ডেটিং করছো?

আমি কিছু বলি না।

কোন মাগীর লগে তুমি এখন-

আমি আরও চুপ থাকি।

রিদয়, প্লিজ কথা বলো। খুব জরুরি কথা। তাড়াতাড়ি আসো।

আমি কিছু বলি না। বাটন টিপে অফ করে দেই ফোনটা। এবং তারপর আমারও কেমন যেন হতে থাকে। এবং লিপিকে খুব দেখতেও মন চায়। ওর এই ছেলেমানুষি এবং পাগলামি এবং আকাঙ্ক্ষা, এসবে আমি আনন্দ পাই। ওর রাগ অভিমান আমাকে আরও প্রেমিক করে তুলছে এবং বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই এবং নিচে দেখতে পাই- আমার মৃতদেহ এবং সেখানে সমবেত মানুষের ভিড় এবং আমি কখন যে বেলিরোডে এসে উপস্থিত হয়েছি আমি জানি না।

সাগর পাবলিশার্সের সামনে এসে আমার সঙ্গে দেখা হয় লিপির। পেছনে মারজুক রাসেল। একা হাঁটছেন। আমার প্রিয় কবি এবং আহারে লিপি, কী সুন্দর তুমি। কী ছেলেমানুষ! লিপির দেহবল্লরী মুগ্ধ করার মতো। আদরের সময় মেয়েটা একেবারে গলে গলে পড়ে।

আদর।

আদর।

টুপটুপ।

টুপটুপ।

ম্যাডাম আই অ্যাম হাজির।

লিপি গম্ভীর হয়ে থাকে। আমি এক ঝটকায় ওর হাতটা ধরে ওকে নিয়ে যাই পাশের আইসক্রিম পার্লারে। সুন্দরী মেয়েদের আইসক্রিম বড় পছন্দ।

কেন এতো জরুরি তলব?

আমি নাটকীয় ভঙ্গিতে জানতে চাই।

লিপি তাকায় আমার দিকে।

দ্যাখো রাজকন্যা তোমার ফোন পেয়ে সব ছেড়ে আমি হাজির হয়েছি।

লিপি তাকায়। জবাব দেয় না।

আমি আইলাম। এবার কয়া ফালাও। কি কইতে চাও?

লিপি কিছু বলে না।

কিছু বলবা না? তাইলে কিন্তু আমি আবার উইড়া যামু।

কই যাইবা?

ধ্যান ভাঙে লিপির।

আকাশে। নীল আকাশে। তোমার ওড়নার রঙের মতো নীল আকাশ। ওখানে মেঘে মেঘে তৈরি হয় তোমার স্তনের চিত্রমালা।

আর কিছু কি কইতে পারো না?

না।

একদম চুপ থাকো।

ওকে চুপ।

আমি দুই গালে দুই হাতের ভাঁজ করে অপলক তাকিয়ে থাকি লিপির দিকে। একেই কি বলে রূপতৃষ্ণা?

আমি তাকিয়ে থাকি।

আমি চুপ করে তাকিয়ে থাকি।

আমি অপলক। আমি নির্বিকার। আমি নিস্তব্ধ। আমি ব্যাকুল এবং আমি অপ্রতিভ। এবং দৃষ্টি ঘুরতে থাকে এবং লিপির অবয়বে পরিভ্রমণ করতে থাকি।

লিপি কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর হাসিমুখে আমার চোখের সামনে ওর আঙুল নাচায় এবং বলতে থাকে

নাটক করতাছো কেন?

আমি কিছু বলি না।

নাটক কাকে বলে? জানি না। নাটক কি জীবনেরই অংশ, নাকি নাটক অন্যকিছু, নাকি নাটক টিভিতে দেখা কিছু দৃশ্যকল্প?

আমার ভাবনার ঘোর লাগে এবং হঠাৎ করেই ফারুকী ভাইয়ের কথা মনে পড়ে এবং আজিজ মার্কেট এবং ফারুকী ভাই এবং অন্য রকম এবং ফারুকী ভাই বলেছিল-

রিদয়, তুমি একদিন আমার সঙ্গে কথা বইলো। তোমারে দেখি কোনো নাটকে কামে লাগামু। আমার সেট করবার পারবা?

আমি বলেছিলাম, হয়তো কোন কথাই বলতে পারিনি। ফারুকী ভাইয়ের আমি ভক্ত- ফারুকী ভাই মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এখন বিখ্যাত ব্যাচেলর সিনেমা, ৫১বর্তী, সিক্সটি নাইন- ধুন্ধুমার ব্যাপার- ফারুকী ভাইয়ের কাছে একদিন যেতে হবে খুব বিনয়ের সঙ্গে, খুব সুপ্তভাবে একদিন বলতে হবে এবং খুব নরম স্বরে আমি অনুরোধ করব ফারুকী ভাই, আমি ছোট কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে চাই।

আমাকে সুযোগ দেবেন?

আমি জানি, ফারুকী ভাই, আমি অভিনয় জানি না। আপনিও শিল্পী, কবি আপনি- আপনি প্রথা বিশ্বাস করেন না এবং আপনি মানুষের যোগ্যতায় বিশ্বাস করেন এবং আপনি আমাকে সত্যি সত্যি হয়তো ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দেবেন এবং আমি নার্ভাস হয়ে যাব এবং আমি কথা বলতে পারব না এবং ফারুকী ভাই, আপনার কাছে আমি হাস্যকর চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাব এবং

কি ভাবতাছো? কথা কও আমার লগে-

লিপির দিকে তাকিয়ে এবার আমার সংবিৎ ফিরে আসে এবং

লিপি, তুমারে দেখলে আমার সব আউলায়া যায়। শোনো,

কোনো কথা নাই। এবার শুনো আমার কথা। আমি ছবি আঁকুম। আমারে ছবি আঁকা শিখাইবা।

ছবি আঁকা কেউ কাউরে শিখাইতে পারে না। বুঝলা ছবি আঁকা খুব সোজা কাম। আঁকতে আঁকতে কেউ কেউ আর্টিস্ট হয়া যায়।

তাইলে আমিও আঁকা শিখুম। আমারে হেল্প করো।

করুম।

কবে?

কাইলকা থাইকাই।

যো হুকুম। আর কিছু?

তুমি অন্য মাইয়া মানুষ আঁকতে পারবা না। খালি আমারে আঁকবা।

মানে-

মানে খুব সোজা।

কিছু বুঝলাম না।

বুঝবা না কেন? তুমি শুধু আমার ছবি আঁকবা।

একই ছবি আঁকতে থাকুম।

নাহ্- আমার অনেক রকম ছবি।

তোমার ল্যাংটা ছবি আঁকা-

আবার ফাজলামি। আবার-

লিপি আমাকে খামচে ধরে।

আর আমি দুষ্টু হাসি হাসতে থাকি। আমার চোখের সামনে নাচতে থাকে লিপির উদোম শরীর। কোথায় কোথায় তুলির আঁচড় দিলে জীবন্ত হবে সেই ছবি- ভাবতে থাকি এবং লিপি এ রকম স্বপ্নের বাস্তবের অতিবাস্তবের মধ্যে বলতে থাকে-

আমি এবার অন্য কিছু করব।

ছবি আঁকব। অভিনয় করব। গান গাইব। আর... আরও অনেক কিছু করব।

আমি উদাস। এবং অবিচলিতভাবে ভাবতে থাকি-

করব, অনেক কিছু করব। এসবের মানে কি? কেউ ভেবে কোনকিছু করতে পারে না। আমি অমুক হবো, আমি উল্টে দেব দুনিয়া- এসবের কোনো মানে নেই। আমি করব লক্ষ্য নয়, আনন্দের মধ্যে কিছু করব। লিপি এবং লিপিরাই অকারণে কোমর বেঁধে ভাবে কিছু করবে খামখেয়ালি একেবারেই খামখেয়ালি-

আমি বলতে গেলাম,

এইভাবে কিছু হয় না লিপি! এইভাবে কিছু হয় না। গুছিয়ে কিছু করা হয় না। করা যায় না।

ভালোবাসা তৈরি করতে হয়। কাজ করতে হয়- করতে করতে, করতে করতে কিছু হয়ে যায়- এবং এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে লিপির ছবি আঁকব।

বিভিন্ন অনুভূতির ছবি। ভালোবাসার ছবি আমি রঙ-তুলি ঘষতে থাকি। রঙ-তুলি ঘষতে থাকি এবং আইসক্রিম পার্লারের চকচকে কাচের গ্লাসে আমার ছবি অঙ্কিত হতে থাকে।

ছবি, ছবি, ছবি- এবং ছবি।

৫.

ঘর নেই যার
আগুনে কি ভয় তার

আনিসুল হকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বইমেলায়। আনিস ভাইয়ের 'মা' উপন্যাসটা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা উপন্যাস।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অতিরিক্ত কপচানি আমার ভালো লাগে না এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক যেসব কলাম ছাপা হয় তা খুবই বিরক্তিকর এবং আমার মনে হয়, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি তারাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশি লেখালেখি করে এবং এদের মধ্যে খুব কমজনই আছেন, যারা জাহানারা ইমামের মতো মমতা নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে দরদ নিয়ে কিছু লিখেছে এবং আমরা বঞ্চিত হয়েছি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে এবং এই প্রজন্ম তাই বিভ্রান্ত এবং অধিকাংশ জানে না কিছুই এবং আমাদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার স্বাধীনতার ঘোষণা এবং আমরা বুঝে পাই না যে, আমাদের জাতীয় জীবনের রয়েছে দীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাস এবং সেই রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

আনিস ভাইয়ের লেখায় এতোকিছু নেই তবে মমতা ও জটিল ও দুর্বোধ্য এক উপাখ্যান তিনি রচনা করেছেন এবং মহৎ উপন্যাসের যেসব ব্যাপ্তি ও লক্ষণ থাকে 'মা' উপন্যাসের মধ্যে সেসব আছে এবং লক্ষণসমূহের কারণে বইটাকে আমার মনে হয়েছে মহৎ ও চিরায়ত এবং আনিস ভাইয়ের আমি একজন ভক্ত হয়েছি এবং

একদিন বইমেলার ভিড়ে তার সঙ্গে দেখা হয় এবং মনের জড়তা কাটিয়ে, তীব্র সংকোচে তার সঙ্গে একটু আলাপ করতে গিয়ে তিনি স্মিত হেসে দুষ্টুমির রংধনু ছড়িয়ে দিলেন আমার মনে এবং বললেন,

চিত্রশিল্পীদের আমি পছন্দ করি এবং ভয় পাই এবং

বলেই তিনি এক ভক্তকে অটোগ্রাফ দিতে থাকলেন এবং বললেন,

সরি, একটু-

আমি বললাম

আপনার 'মা' উপন্যাসটা অসাধারণ। উনি আবার হাসলেন এবং বললেন ভাইরে, ভালো বইয়ের মর্যাদা নেই এদেশে। সবাই চায় সস্তা

প্রেমের উপন্যাস। ভালো বই মহৎ বই লেখার ক্ষমতাও নাই আমাদের। তাই চটুল ও লঘু বই লিখেই প্রতিভার অপচয় করতে হয় আমাদের। কি বলব আর দুঃখের কথা।

বেদনার ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ে আনিসুল হকের কণ্ঠে। আমি আর ভিড়ের মধ্যে কথা বাড়াই না এবং ক্রমাগত সন্ধ্যার ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাই এবং আমার অব্যক্ত প্রশ্ন অপ্রকাশিত থেকে যায় এবং আমি বুঝতে পারি- আনিসুল হকের যথেষ্ট কারণ আছে বাণিজ্যিক নাটক রচনার। তিনি এসব লিখে মহৎ কিছু প্রত্যাশা করেন না। এবং অবসরের বিনোদনের মতো করে নাটক এবং প্রত্যাশিত জবাব পেয়ে আমার মনটা খুশি হয়ে যায় এবং আমার মনটা জলতরঙ্গের মতো হয়ে যায় এবং ফুরফুরে প্রজাপতির মতো আমি বইমেলার ভিড়ে উড়তে থাকি এবং

লেখক কুঞ্জে এসে থমকে দাঁড়াই এবং মোড়ক উন্মোচনের নামে অপাঠ্য সব বইয়ের খিস্তি-খেউড় চলতে থাকে এবং কেউ কেউ কোনো কোনো অকবি অলেখক বইয়ের মোড়ক খোলার জন্য উদগ্রীব এবং টিমুনো খান রীনো মিষ্টির প্যাকেট ও ফুল নিয়ে ইতস্তত ঘোরাঘুরি এবং কবি আসলাম সানী উত্তেজিত এবং এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে খুব অশ্লীল মনে হয় এবং আমার মগজের মধ্যে আবার মৌমাছি উড়তে থাকে এবং ভিড়ের মধ্যে গুনগুন করে অসংখ্য মৌমাছি। বইমেলা জমতে থাকে এবং অন্যপ্রকাশে প্রচন্ড ভিড় এবং ওখানে লেখকদের যুবরাজ ইমদাদুল হক মিলন, প্রণব ভট্ট, নাসরীন জাহানদের অটোগ্রাফ বিতরণ এবং বইমেলার ভালো বইগুলো নিঃসঙ্গ, একাকী শুয়ে আছে স্টলে এবং রোদে প্রদর্শিত বইগুলো বাঁধাই নৌকার মতো ফুলে উঠেছে এবং আমার মায়া হতে থাকে এবং- হুমায়ূন আহমেদ মেলায় কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হবেন এবং ভিড় বাড়বে এবং

হঠাৎ করে ভিড়ের ভেতর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনি এবং তাকিয়ে দেখি

রিদয়, রিদয় বলে যে ডাকছে সে আমারই বন্ধু বাপ্পী এবং সাথে জামাল।

কিরে দোস্ত, কি করছ একলা?

ঘুরতাছি।

আইজকা হালায় বেশি ভিড়।

হ। প্রত্যেকে একটা কইরা বই কিনলেও তো মেলার সব বই বাতাসে মিলায়া যাইত।

বলে বাপ্পী হাসতে থাকে এবং জামাল কিঞ্চিৎ আঁতেল, বলে,

মেলায় ঘুরতেই ভালো লাগে। মেলায় কেনার মতো ভালো বই কি আছে? কোন বইটা কিনুম, বুঝা আমারে-

জামালের কেনার মতো বই কি মেলায় নাই? উন্নাসিক জামাল, কিছু ইংরেজি বই পড়ে ওর মাথা নষ্ট, নিয়মিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে যায় এবং ছাদে আড্ডা মারতে মারতে আরও বেশি উন্নাসিকতা এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সব বিষয়ে এবং অকারণে তর্ক করা ওর স্বভাবে পরিণত হয়েছে এবং সায়ীদ স্যারের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে বাক্য বিনিময় করে এবং স্যার ওকে পছন্দ করে তবে বারবার বলে,

বই পড়ে বিনয়ী হবার চেষ্টা করো। তোমার পারসেপশন ভালো। কিছু করার চিন্তা করো। কিছু কাজ করো।

জামাল বলে,

স্যার, কি কাজ করব? পড়ার আনন্দে বই পড়ি- দেখি কি করা যায়?

আমি, জামাল আর বাপ্পী হেঁটে সামনের দিকে যেতে থাকি। চা-এর তৃষ্ণা পেয়েছে, চা খেতে হবে এবং জামাল বলে,

কিরে হারামজাদা, তোর কাব্যচর্চার খবর কি?

আমি ম্লান মুখে হাঁটতে থাকি। এবং জামালকে আমার দু-একটা কবিতা দেখিয়েছিলাম এবং জামাল বলেছিল, কবিতার ভালো-মন্দ কিছু বলব না। তবে এমন কবিতা লেখা উচিত, যে কবিতার পূর্বপুরুষ নাইকা। বুঝলি। একেবারে নতুন ধরনের কবিতা লিখতে হবে। উত্তর আধুনিক কবিতা এবং আমাদের ঐতিহ্যের অনুসারী কবিতা এবং প্রাচীন কবিতার প্রভাবে নতুন ধরনের কাব্য আন্দোলন করতে হবে এবং ফরহাদ মজহার যেমন অন্য ধরনের কবিতা লিখছে। হুমায়ুন আজাদের স্ট্যান্টবাজি বেশি। আল মাহমুদ ডেনজারাস- এই বয়সেও মাম্মা বহুৎ আধুনিক। কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার কইরা চমকায়া দেয় এবং আরও অনেককিছু বলেছিল জামাল এবং আমি সেই রাতে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এবং বুঝেছিলাম কবিতা অনেক শক্ত জিনিস এবং কাব্যচর্চা থেকে ছুটি নিয়েছিলাম এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ক্লান্ত হয়ে এবং ভাঙা ড্রয়ারে লুকিয়ে ফেলেছিলাম খাতাটাকে এবং বাঙালি তরুণ মাত্রেই কবি ও কবিতার চর্চা করে এই উপহাসের পাত্র হয়ে লাভ কি? ভাবতে ভাবতে কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি।

তাই এখন জামালের কথার সদুত্তর দিতে পারলাম না এবং নীরব থাকলাম এবং বললাম না ওকে যে আমি আর কখনো কবিতা লিখিনি। কারণ অকারণ আবেগের স্ফূর্তি নিয়ে কবিতা লেখা যায় না। কবিতা হয় না এবং কবিতার মতো পিওর আর্ট নিয়ে কেন আমি অযথা এতো প্যাঁচপ্যাঁচ করব এবং কাব্যসুষমা আমার চরিত্রে নেই এবং আমি মৃদু পদক্ষেপে হাঁটতে থাকি এবং-

জামাল বলতে থাকে,

আমাদের সাহিত্য এতো বেশি বাণিজ্যিক এবং বাজারি যে বইমেলা এলেই প্রকৃত্যকে লেখক হয়ে উঠি এবং প্রযুক্তির সহজতায় প্রত্যেকেই একটা কইরা বই বাইর করি এবং সব হালায় লেখক হয়া যায়।

জামাল বলতে থাকে,

শিল্প-সংস্কৃতির সব স্থানে একই ব্যাপার সব সহজ। যত সোজা ভাবা হয় ততো সোজা নয়। হাজার হাজার বছর ধরে এক-দুইজন বড় লেখকের দেখা পাওয়া যায়। আমগো দেশে কুত্তা-বিলাইর মতো লেখক। খালি লেখক- লিখলেই লেখক। লিখলেই লেখক-

জামাল অনর্গল বলতে তাকে। অনর্গল আক্ষেপ, বেদনা, অসহায়ত্ব, দুঃখ, ক্ষোভ ঝরে পড়তে থাকে। ঝরে পড়তে থাকে আর আমি চায়ে উষ্ণ চুম্বন, উষ্ণ চুম্বন, উষ্ণ চুম্বনে আপ্লুত হতে থাকি। বাপ্পি চুপচাপ। কোনো কথা বলে না। মিটিমিটি হাসে। মিটিমিটি হাসে এবং মন্তব্যহীন, কোনো কথা বলে না।

জামাল জানে বেশি তাই প্যাঁচায় বেশি- তির্যক মন্তব্যে ফালিফালি করে তোলে সবকিছু এবং ওর কথা থামে না এবং কথা অফুরন্ত-

ম্লান সন্ধ্যা নামে বইমেলায়। অদূরে মঞ্চ থেকে ভেসে আসে- যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম, মহেশখালীর পানখিলি তারে বানাই খাওয়াইতাম।... এবং একটা পান খাওয়ার তৃষ্ণা জাগে আমার এবং আমি পান খুঁজতে থাকি এবং অসহ্য কর্কশ সুরে আমার ফোন বাজে এবং ফোন বাজে এবং অচেনা একটা নম্বর এবং কিছুতেই মনে পড়ে না, নম্বরটা কোথায় দেখেছি। এবং

ফোনটা ধরি না আমি।

এবং সাইলেন্ট করে দেই এবং বাজতেই থাকে এবং আমার মাথাটা ধরিয়ে দেয় এবং জামাল তখন বলে- চল, মাল খাইগা আইজ।

কোথায়-

সাকুরা, পিকক কোনো একটায় ঢুইকা যাইগা।

বাপ্পি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং আমার মনে হয় জ্বর আসছে এবং শরীর উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং আনিস ভাইয়ের কথা মনে হচ্ছে এবং একটা কিছু লিখতে মন চাচ্ছে এবং মদের তেতো স্বাদ বিস্বাদ লাগছে এবং ব্যাপারটায় আমি আদৌ উৎসাহ বোধ করছি না এবং

বাপ্পি আমাকে তাগাদা দিচ্ছে- আর্টমিস্ত্রি, চল বেটা, মাল খাইতে যাই। মাল না খাইলে ছবি আঁকবি কেমনে? ছবি আঁকবি কেমনে?

আমি নির্বিকার বাপ্পির দিকে তাকাই এবং

কোন হালায় কইছে আমি ছবি আঁকুম। আর্ট কলেজে ভর্তি হইলেই কি ছবি আঁকা যায়- আরে ছবি কারে কয় এইটা বুঝবার লেগা ভর্তি হইছি। কিন্তু বুঝনেরও কোনো ব্যাপার নাই। ভালো আর মন্দ এই দুইটা ব্যাপার লইয়া থাকতে হয়।

ছবি আঁকনের চেষ্টাও করবি না?

এইটা একটা ভালো কথা। ছবি আঁকনের চেষ্টা করুম।

তাইলে চল- মাল খাইগা আইজ।

পকেটে মাল নাই।

অসুবিধা নাই। আমগো কাছে আছে।

না, বেটা- পরের পয়সায় মাল খাইতে নাই।

এতো বাণী ঝাড়ছ কেন? খাওন দরকার খাবি, চল-

জামাল তখনও বলে যাচ্ছে,

ম্যাজিক রিয়ালিজম, জ্যাক দেরিদা, মার্কেজ এবং এডওয়ার্ড সাইফ

ওরিয়েন্টালিজম এবং আরও জটিল ও দুর্বোধ্য সাম্প্রতিক সব বিষয়। এবং আমার মাথায় ঘুরছে টেলিফোন, সাম্পানওয়ালা এবং হুইস্কির লাল মদির রঙ এবং আলো-অন্ধকার পিককের টেবিল এবং তরল-সোনার ধমক এবং দেশী মুরগির ঝালফ্রাই এবং... আরও কিছু... দেয়ালের গায়ে স্যাটেলাইট টেলিভিশন- চ্যানেল আইতে নিউজ হচ্ছে এবং খবর পড়ছে অপু মাহফুজ এবং দ্রুত কথা বলছে এবং অপু কি সব হত্যা সংবাদ দিচ্ছে এবং বীভৎস সব দৃশ্য এবং অপু পড়তেই থাকে- কোথায় খুন হয়েছে একজন দোকানদার, অপু পড়তেই থাকে কোথায় বিচারের ফাঁসি হয়েছে এবং কোথায় বিরোধীদলের ডাকে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি এবং আমি বিরক্ত হতে থাকি এবং মনে হয় এসব খবরের কোনো অর্থ নেই এবং কেন, কেন, কেন এবং কেন এত অত্যাচার, অত্যাচার, অন্যায় এবং ন্যায়-নীতি কোনো দূর পরবাসে চলে গেছে এবং

তরলসোনায় আচ্ছন্ন হতে থাকি আমি- আর আমার কোনোকিছুই স্পর্শ করে না এবং আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যেতে থাকি এবং জ্বরের ঘোর কমে যায় এবং শরীরের ম্যাজম্যাজে ভাব থাকে না এবং আমার মগজের মৌমাছিগুলো আবার উড়তে থাকে এবং ওগুলো ঘুরতে ঘুরতে অন্য কারো মগজে চলে যাবে এবং সেইসব অর্থহীন মগজের রূপরস নিয়ে তারা ফিরে আসবে আবার এবং

ফোন কল আসছেই। স্ক্রিনে আলো জ্বলছে এবং ফোন আসছেই এবং ফোন আসছেই এবং

ফোন আসছেই।

৬.

খাঁচার মতো খাঁচা আছে
বাছা আমার উড়ে গেছে॥

এখন চৈত্রের দুপুর। হা হা করছে বসন্তের বাতাস। ফুলের দোকানে বর্ণবাহারী ফুলের সমাহার এবং চিলচিলে রোদ- পাতায় পাতায় আলোর বর্ণিল আভাস এবং মনোরম শাহবাগ এলাকা এবং গাছের পাতাগুলো সবুজ ও সদ্য স্নান থেকে জেগে ওঠা নতুন কিশোরীর মতো রূপসী ও সজীব এবং মাত্র ক্লাস সেরে আমি বেরিয়েছি এবং শাহবাগের মোড়ে রিকশার জন্য অপেক্ষা এবং জটিলতা। রিকশা পাওয়া এখন দুষ্কর আর ইজেল ও ব্যাগ নিয়ে বাসে চড়াও সম্ভব নয় এবং

লিপির টেলিফোন

খবর শুনেছো?

কি খবর?

আমি অনুভূতিহীন, নির্বিকার।

খবর শোনোনি তুমি?

বলে ফ্যালো-

মিথিলা, মিথিলার খবর-

মানে

মানে মিথিলা আর নেই।

কি বলছো তুমি?

আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত।

মিথিলার কি হয়েছিল? এখন কোথায়? মিথিলার কোনো অসুখ ছিল? না কেউ মেরে ফেলেছে মিথিলাকে? মিথিলার অনেক কথা ছিল আমার সঙ্গে এবং মিথিলাকে এখন কোথায় পাব? এবং

আমি কোনোকিছুই বলতে পারি না। শুধু লিপিকে জিজ্ঞেস করি,

তুমি কোথায়?

লিপি বলে,

বাসায়।

তুমি কি বেরুবে?

না। এখন না।

চলো মিথিলার বাসায় যাই।

না। কোনো মৃত্যু আমার কাছে সহ্য হয় না। এখন আমি ঘুমাবো।

ঠিক আছে।

আমি রিকশা না খুঁজে এখন সিএনজি ট্যাক্সি খুঁজতে থাকি এবং আমাকে এখন যেতে হবে মিথিলার বাসায়, শেওড়াপাড়ায় এবং ঢাকা টেকনিক্যালের গলি দিয়ে ঢুকতে হবে এবং বিষণ্ন গুচ্ছ গুচ্ছ কান্নার মধ্যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং

মিথিলার সঙ্গে আমার কখনোই কথা হবে না। এও কি সম্ভব?

মানুষ এরকম করে কেন?

কোনো অভিমান ছিল মিথিলার?

অসংখ্য কান্নার ধ্বনির মধ্যে দিয়ে আমি মিথিলার বাড়িতে প্রবেশ করি এবং টের পাই বিষণ্ন চেয়ারে ঠেস দিয়ে স্থূলকায়া যে ভদ্রলোক তিনিই মিথিলার স্বামী এবং মিথিলার মায়ের ক্রন্দন সবচেয়ে তীব্র এবং মিথিলার ছোটভাই চুপচাপ- ও বুঝতে পারছে না পুরো ঘটনাটা এবং গ্যারেজে শায়িত লাশ এবং সাদা কাপড়ে আবৃত মিথিলা এবং আমি মিথিলার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি-

আমিও কি এই মুহূর্তে মৃত? আমিও তো চেতনাহীন এবং বোধহীন, অসাড় এবং মিথিলার পাশাপাশি আমারও মৃতদেহ নামিয়ে দেয়া হচ্ছে মাটির গভীরে এবং পোকামাকড়ের খাদ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমে আমিও পরিণত হব মাটির স্তূপে এবং

আমি অবশের মতো মিথিলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি এবং কোলাজের মতো মনে পড়তে তাকে দৃশ্যকল্প মিথিলার শরীর আর মনে পড়ে না আমার। সেই স্তন, উরুদ্বয়, চুলের গন্ধ, চুম্বনের উষ্ণতা কিছুই আর মনে পড়ে না। মনে পড়ে না মিথিলার গায়ের গন্ধ, মিথিলার বাহুবন্ধন এবং মিথিলার নগ্নতা এবং এই বাড়িতেই এবং মিথিলার কথা মনে পড়তে থাকে আমার-

মিথিলার বাসায় যেতে বলেছিল। মিথিলা ওর স্বামীর সঙ্গে পরিচয়ের কথা বলেছিল এবং মিথিলা মডেল করেছিল এবং ধারাবাহিকে অভিনয় করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল এবং মিথিলা থোড়াই কেয়ার করতো স্বামীকে এবং মিথিলার বাবা-মা কেন যে হঠাৎ করে বিয়ে দিয়েছিল, কেন যে মিথিলা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, কেন যে মিথিলা এতো চাপা ও গোপন স্বভাবের ছিল, আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। একে একে মিথিলার বাড়িতে এসে ভিড় করে সেইসব বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে মিথিলার সখ্য ছিল। এসে গেছে বিপ্লব, সিনথিয়া, মুনিম, শওকত। এসে গেছে পাপড়ি আর ঊর্মি- মিথিলার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এবং প্রত্যেকেই-

প্রত্যেকেই অসম্ভব কাঁদছে এবং শোকস্তব্ধ বাড়িতে ক্রমে ক্রমে তৈরি হচ্ছে অনেক কাহিনী। মিথিলা আত্মহত্যা করেছে। মিথিলা অনেক ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিল বিকেলে। মিথিলা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। মিথিলার অনেক ছেলেবন্ধু ছিল এবং মিথিলা ছিল খুবই স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীনচেতা এবং প্রচন্ড অভিমানী।

আমার মনে পড়ে মিথিলার সঙ্গে আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমি স্পর্শাতীতভাবে টের পাই মিথিলা জড়িয়ে আছে আমার শরীর এবং উত্তাপ পাচ্ছি। উত্তাপ পাচ্ছি এবং মিথিলা, তুমি এখন হিমঘরে নিঃসীম শীতল আচ্ছন্নতায় শুয়ে আছো এবং কেন তুমি সাড়া দিচ্ছো না এবং

আর কখনো মিথিলা কথা বলবে না, ভাবতেই আমার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে এবং গল্পের ডালপালা নিয়ে আমি ভাবতে থাকি এবং আমরা মিথিলার বন্ধুরা প্রতিবাদ করতে আগ্রহী হই এবং

মিথিলার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং মনে হয় এই দুঃসময় মুহূর্তে না বলাই ভালো- উনিও তো একজন দুঃখী আর আমরা যেহেতু কারণ জানি, আত্মহত্যার কারণ এখনও অজ্ঞাত এবং অভিমানী মেয়ে মৃত্যুর কারণ সহজে আবিষ্কার করা যায় না এবং অভিমানীরা চিরকাল নিভৃতে মৃত্যুবরণ করে এবং

মিথিলা অস্পষ্ট হতে থাকে এবং মিথিলা জড়পদার্থে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং আমি দুঃখে ভেঙে পড়তে থাকি। আমার উদগত কান্না বুকে জমে এবং হাহাকার গ্রাস করে আমাকে এবং অভূতপূর্ব ক্লান্তিতে জড়িয়ে আছে আমার পা দুটো এবং অন্ধকারের কালো পর্দার মধ্যে মনে পড়ে- রাফ খাতা, পেন্সিল, বৃষ্টির দিন, কাগজের নৌকা, কেয়া গাছ, সিগারেটের

খালি বাক্স, মার্বেল এবং ছোট্ট চিরকূট এবং

মিথিলা,

কেবল মিথিলা,

তোমাকেই মনে পড়ে,

তোর মনে আছে মিথিলা,

একদিন হেমন্তের ভোরে, কুয়াশায়,

একদিন-

একদিন তুই আমার হাত ধরে বলেছিলি, অরণ্যের গভীরে আমরা হারিয়ে যাব অরণ্যের বৃক্ষের সঙ্গে ভাগ করে নেব নিজেদের।

মিথিলা তুই অর্ধেক কবিতা বুঝতি। বাকি অর্ধেক অস্পষ্ট, তুই অর্ধেক মানবী, বাকি অর্ধেক দেবী, তুই একটা-

মিথিলা,

তুই একটা কবিতা ছিলি। কিন্তু তোকে আমি মনে করতাম নিশ্ছিদ্র গদ্য, নিরেট কঠিন প্রবন্ধের মত গদ্য, আর তুই ছিলি রহস্যময়, পুরোটা প্রকাশিত ছিলি না, পুরোটা গোপন ছিলি না, পুরোটা কথা সমাপ্ত করতে চাইতি না, পুরোটা গান গাইতি না, মিথিলা অর্ধেক ছিলি- কেন এমনভাবে চলে গেলি, ঐ দ্যাখ সিনথিয়া ফোঁপাচ্ছে। ঐ দেখ, পাপড়ি আর উর্মি গড়াগড়ি দিচ্ছে, ওরা ওদের বন্ধুকে হারিয়েছে, ওরা ওদের বিশ্বস্ত সঙ্গীকে হারিয়েছে, ওরা ওদের হৃদয়কে... মনকে.. মননকে হারিয়েছে এবং

আমি ওদের ক্রন্দন দেখে মিথিলা উপলব্ধি করছি- উপলব্ধি করছি যে আমরা তোকে কত ভালোবাসতাম মিথিলা।

মিথিলা, তুই কোন কথার জবাব দিবি না তাই আজ অনেক কথা মনে পড়ছে। সারাক্ষণ তুই তো বক বক করতি। প্রগলভ ছিলি, কথা বলতে ভালোবাসতি এবং

এবং তুই আশ্চর্য ফুলের কুঁড়ির মত সুন্দর ছিলি। তোর পাখির পালকের মতো নরম শরীর এবং তোর গায়ের গন্ধ ছিল ফুলের সুবাসের মত এবং তোকে আমি জড়িয়ে ধরে ভুলে যেতাম অন্য সবার কথা।

তুই এতো সহজে ফাঁকি দিতে পারলি তুই এরকমই ছিলি দুষ্টু মেয়ে তোর কোনো দিক ঠিকানা ছিল না, ছিল না কোনো দিক-নিশানা, যখন যা খুশি মনে হতো তাই করতি। হুট করে বিয়ে করে ফেলবি কে জানত!

তোকে নিয়ে একদিন কথা ছিল, দূরের রেলস্টেশনে যাব। রেলগাড়ি মানেই হচ্ছে বিরহ, বেদনা, রেলগাড়ি মানেই হচ্ছে চলে যাওয়া। একাকী ফেলে রেখে চলে যাওয়া। তুই পছন্দ করতি রেলগাড়ি, তোকে নিয়ে কখনো কমলাপুর যাওয়া হয়নি, পথের ধারে কিনে কমলা খাওয়া হয়নি। কমলা রং তোর খুব প্রিয় ছিল এবং কমলা পাড়ের নীল শাড়ি পরতে তুই খুব ভালোবাসতি।

গড়পরতা মেয়েদের মতো তোর কোনো আচরণ ছিল না এবং তুই ন্যাকামি করতি না এবং করলেও খুব সহজভাবে করতি এবং তোর কোনো ভণিতা ছিল না এবং তুই একটা পাখি ছিলি এবং সবুজ পাতা তুই, হেমন্তকাল এবং বসন্তের বাতাস তুই কিন্তু তোর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল মিথিলা।

মিথিলা তুই ছিলি বেহিসেবী এবং পুরুষদের কাছে তুই খুব সহজ ছিলি। তোর মনোজগতে ভালোবাসার প্রাধান্য ছিল প্রবল তাই খুব সহজে মিশে যেতে পারতি আর কি অনায়াসেই না তুই সর্বাঙ্গ প্রকাশ করেছিলি আমার কাছে।

মিথিলা, তুই আমাকে সব দিয়েছিলি। আমি ছবি ও কবিতা লেখার চেষ্টা করি। এসব তোর পছন্দ ছিল। তুই নীল মেঘ, তুই কালো মেঘদের চিনতি। তুই নীলক্ষেতে পাখি কিনে আকাশে উড়িয়ে দিতি।

তাই তুই পছন্দ করতি আমাকে। তাই তুই আহ্বান করতি আমাকে।

এবং আমি সমর্পিত হতাম তোর মধ্যে। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তোর কীরকম সম্পর্ক ছিল কতোটুকু ছিল এসব নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন ছিল না এবং আমার ব্যক্তিত্বের এই বিষয়টা তোকে আরও বেশি আকৃষ্ট করতো এবং আমার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারতি না এবং

মিথিলা তোর বিয়ের পর একেবারেই আর যোগাযোগ রক্ষা করিনি এবং তুই কয়েকবার তোর স্বামীগৃহে যেতে বলেছিস এবং আমি যাইনি এবং আমি দ্বিধায় ভুগেছি এবং থাকা উচিত না তোর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং তুই নাটকীয়তা পছন্দ করতি না এবং হঠাৎ চমকে দেয়া ব্যাপার স্যাপার তুই পছন্দ করতি না এবং খুব সাধারণ, সহজভাবে হবে সবকিছু এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে প্রাকৃতিক। তুই গাছ এবং মেঘেদের কামসূত্র সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলি এবং

তুই আমাকে সাবালকত্ব দান করেছিলি মিথিলা এবং তুইও খুব উদার ছিলি এবং তুই কখনও আমার অন্য মেয়ে বন্ধুদের সামনে অতিরিক্ত অধিকার প্রদর্শন করতি না। তুই জানতি, আমাকে তোর যতোটুকু প্রয়োজন তুই ততোটুকুই গ্রহণ করেছিস। এর বেশি বা কম তোর চাহিদা নয়।

মিথিলা,

মিথিলারে,

তুই একটু বেশিমাত্রায় পাগল ছিলি। হঠাৎ করে একটা খোলা জানালার কথা মনে পড়ে গেল। তুই ঐ জানালা দিয়ে লাফ মেরে পড়ে যেতে চেয়েছিলি এবং তুই বলেছিলি- একদিন লাফ মারব অনেক উঁচু থেকে এবং আমি মরব না।

লাফ দিবি আবার মরবি না- এ কেমন কথা?

কথা তো কথাই! কথায় কি এসে যায়? সত্যিই তো মিথিলা, কত প্রতিশ্রুতি তুই দিয়েছিলি, কত কাজের স্বপ্ন দেখেছিলি, কত কিছু করবি বলে ভেবেছিলি আর কত অবলীলায়, দ্বিধাহীনভাবে তুই বলেছিলি আমার স্বামী অক্ষম, ও পারে না!

লোকটা নিরীহ, গোবেচারা কেরিয়ার ভালো, তাই কি বাবা-মা ভুললো সবকিছু?

কেন বিয়ে করতে গেলি?

কোন অভিমানে?

কোন বেদনায় চলে গেলি আমাদের ছেড়ে?

মিথিলা কথা বল।

একবার একটু তোর মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর শুনতে কি পারব না?

একবার কি বলবি না?

তোর পোস্টমর্টেম হবে। পুলিশ রিপোর্ট হবে। কি ঝামেলায় ফেললি বলতো-

এবং তোর পেটে নাকি কেউ আসছিলো! এই কথাও গুঞ্জরিত হচ্ছে তোর বাসায়। যদি তোর কথা সত্যি হয় তবে তোর স্বামী কি...

তাহলে কে?

এসব প্রশ্নের উত্তর আর জানার দরকার নেই। মিথিলা, তুই এখন ঘুমা। তুই এখন ঘুমা।

তুই একটা ধাক্কা। এবং বেদনার চিত্ররূপ- এবং অসমাপ্ত ছোটগল্পের প্রতিবিম্ব। গল্পের নায়িকা তুই এবং ক্ষীণ আয়তনের গল্প এবং এই গল্পের পরিসমাপ্তি নেই।

৭.

পুরুষের দশ দশা
কখনো হাতী কখনো মশা

তিনদিন হলের বিছানায় একেবারেই শুয়ে ছিলাম। কোথাও বের হইনি। কোথাও যাইনি। শুধু ঘুম আর ঘুম। যেন নিদ্রার অতলে অবিরত মন্থন। টয়লেট আর বিছানা এর বাইরে পৃথিবীর কোথাও একটুও স্পর্শ রাখিনি নিজের অস্তিত্বের। কুতুব তিনবেলা প্লেটে খাবার এনে আমাকে খাইয়েছে। এবং খেয়েই আবার নিদ্রামগ্ন এবং

আবার এবং

ঘুম।

কারো ফোন ধরিনি। কারো সঙ্গে কথা বলিনি এবং আমাকে বিরক্ত করে তুলেছে লিপি এবং

বারবার একই প্রশ্ন-

মিথিলার মৃত্যুতে আমি এতো শোকাহত কেন এবং মিথিলা তো দুই নম্বর এবং মিথিলার চরিত্র-

চরিত্র কাকে বলে?

চরিত্র ধুয়ে কি পানি খাওয়া যায়?

এবং

এসব ফালতু, বালকোচিত প্রশ্নের কোন জবাব আমার জানা নেই এবং লিপিকে রূঢ়ভাষায় বলে দিয়েছি-

আমাকে ফোন করবে না।

এই কারণে লিপি আরও ক্ষিপ্ত এবং বিচলিত এবং ওর ধারণা মিথিলার সঙ্গে আমার এবং আমার সঙ্গে মিথিলার এবং

এখন এইসব প্রশ্ন অবান্তর।

এর উত্তর অবান্তর। এতে কিছুই যায় আসে না মিথিলার এবং তিনদিন পর আমার মনে হলো এই নগর থেকে পলায়ন জরুরি এবং বড় আপাকে না বলেই-

বাসে চড়ে সোজা খুলনা এবং বাবা চিন্তিত। আমার শুকনো ও করুণ মুখ দেখে বাবা চিন্তিত। এবং আদর-আপ্যায়ন এবং ভালো-মন্দ খাবার এবং সেবাশুশ্রূষা এবং ছোটবোনের সঙ্গে খুনসুটি এবং

নির্মাণ হয় ছিমছাম একটি পারিবারিক জীবনের ছবি।

গোসল সেরে এলেই বোন গামছা দিয়ে আবারও চুল মুছে দেন। ছোটবোন কুসুম চিরুনি হাতে চুল আঁচড়ে দেয়। খাবার সময় বোন পাশে বসে থাকে। ছোটবোন আদর করে তরকারি তুলে দেয় এবং আমার বাবা দূর থেকে তা লক্ষ্য করেন এবং গর্বে আনন্দে তার বুক ফুলে যায় এবং

বোন কুসুম- এই নারীর সত্তার কাছে বারবার বিপন্ন ও আনন্দবোধ করতে থাকি এবং আমার অদ্ভুত আবেশ তৈরি হয় এবং অনুভব করি- একদিন সত্যি সত্যি আমি কবি হতে পারব। ভাইবোন- পরিবার কাঠামোর মধ্যে আমরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছি। মাতৃপ্রেম একেবারেই উপমাবিহীন অলিখিত এক অমর শব্দগুচ্ছ। এর বিকল্প নেই, শব্দ ভান্ডারে মায়ের প্রতি ভালোবাসার যথাযোগ্য প্রতিশব্দ নেই এবং বোন হচ্ছে ভাইদের হৃদয় এবং বোনদের কাছে ভাই হচ্ছে হৃদয়েরও অধিক এবং

এতো নিঃস্বার্থ, নিষ্পাপ সম্পর্ক আছে বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর। ফুল ফোটে এবং পাখি গান গায় এবং আমরা স্বপ্ন দেখি এবং

কল্পনা করি।

এবং ভাবতে থাকি সুখ ও সমৃদ্ধির কথা।

আমার মা আমার চৈতন্যের মধ্যে ক্রমাগত দীপ্যমান এবং জ্বলন্ত। মন খারাপ হলে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। মন ভালো হলে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। কুসুম আমাকে জিজ্ঞেস করে,

ভাইয়া, মায়ের মৃত্যুদিনে তুই এলি না কেন?

বোনকে আমি কষ্টের কথা বলতে পারি না। আমার বুক ভরা কফ কে সারিয়ে দেবে এই কফের যন্ত্রণা। আমার জ্বর আসে মাঝেমাঝে। আমি কুঁকড়ে থাকি। কে আমার জ্বর শুষে নেবে কুসুম? এই বাড়ি এই সংসার সব আমার মায়ের-

মায়ের অস্তিত্ব জীবন থেকে অদৃশ্য হয় না। প্রতিদিন আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলি এবং মাকে না জানিয়ে আমি কোনো কিছু করি না এবং মায়ের পদতলে আমি প্রতিদিন ঘুমাতে যাবার প্রার্থনা করি। কুসুম, তোর জন্যে, বাবার জন্য ফারহান আর ফারজানার জন্য আমার প্রার্থনা।

কুসুম তোকে আমি ভালোবাসি খুব। মন ছটফট করে বলেই তো আমি ছুটে এলাম। এখানে এসে ফোন বন্ধ রেখেছি। কারো সঙ্গে যোগাযোগ করব না। কথা বলব না। লিপি হলে এসে খুঁজে যাক আমাকে কিছু যায় আসে না আমার!

আমি শান্ত থাকতে চাই।

মিথিলার শোক আমি ভুলতে চাই। আমি জানতে চাই না, মিথিলা কেন আমাদের পরিত্যাগ করল। শুধু অনুমান করি- মিথিলা একটা কবিতা লিখে গেছে। অমর কবিতা-

মিলহীন, গদ্যচ্ছন্দে জীবনের রক্ত দিয়ে লেখা একটি কবিতা।

কুসুমকে আমি মিথিলার গল্পটা শোনাতে চেয়েছিলাম একবার। নাহ্ কুসুম সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে- এখনও কুসুম বড় হয়ে ওঠেনি এখনও কুসুম শিশু, কুসুম ঢাকায় যায়নি- এবং কুসুমের কোনো ছেলেবন্ধু নেই এবং কুসুম নিষ্পাপ- এবং কুসুমকে গল্পটা বলা যাবে না এবং যা সবটুকু বলা যাবে না তা কখনো বলা ঠিক হবে না ছোটবোনের কাছে এবং আমার ছোটবোন ফুলের মত, পাখির মত এবং সে আমার আদুরে ছোটবোন এবং আমার অনেককিছু করতে ইচ্ছে করে বোনটার জন্য এবং

আমি কুসুমকে বলি

- এবার ঢাকা থেকে তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছি এবং এবার ঢাকা থেকে তোর লাইগা বুঝলি পাগলি সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় নিয়া আসুম।

আনব কি আনব না এ ব্যাখ্যায় যায় না কুসুম। প্রত্যাশার কথা শুনেই সে সরল আনন্দে চিকচিক করে।

একদিন রাতে বাবা জানতে চান, রিদয় তোমার পড়াশোনার খবর কি?

আমি চুপ করে থাকি।

রিদয়- তোমার দিনকাল কেমন কাটছে?

আমি চুপ থাকি।

বাবাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলা যায়- পড়াশোনা ভালোই চলছে। আমি তা বলতে পারি না। কারণ গত তিনমাস বাইরের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ঠিকমতো ক্লাসও করতে পারিনি। লেখাপড়া চাঙ্গে উঠছে- বন্ধুদের ভাষা ধার করে কিছু বলব কি বাবাকে।

দরকার কি এসবের? বাবা এক জীবন পার করেছেন- সন্তানের সুন্দরের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং আমার জীবন, চাকরি বাকরি, বিবাহ-সন্তান- এসবই বাবার কাছে পূর্ণাঙ্গ এবং সফল জীবন এবং যে জীবন দোয়েলের এবং ফড়িং-এর তার সঙ্গে দেখা হয় নাই- বাবা আমার কবি হৃদয়ের আকুতি কি বুঝবেন?

বাবাকে দেখলেই আমার পল গগ্যাঁর কথা মনে পড়ে এবং একটি পেইন্টিং এবং মফস্বলে বাবার একটা ওষুধের দোকান আছে এবং বাবা সারাদিন মদ খায় এবং মদ খায় এবং কখনো মাতাল হন না। অসম্ভব নির্বিবাদী নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ।

বাবা আমার মাকে তেমন লোকদেখানো ভালোবাসেননি এবং মায়ের মৃত্যুর পর টের পেয়েছি বাবা মাকে তীব্র মধুর ভালোবাসতেন এবং আমরা আশৈশব বাবার সঙ্গে তেমন আলাপচারিতা করিনি। বাবার কাছে আমাদের কোনো চাহিদা ছিল না এবং মা সর্বক্ষণ আমাদের আগলে রাখতেন এবং

মায়ের আঁচলে আমরা বড় হয়েছি এবং মা অন্তঃপ্রাণ বলতে যা বোঝায় আমি তাই এবং

রিদয় নামটি আমার মা রেখেছিল। মায়ের প্রিয় বই ছিল অবন ঠাকুরের বুড়ো আংলা এবং সেই বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমার জীবনময় হয়ে ওঠে এবং আমি হৃদয়হীন যেন হয়ে না উঠি এই কারণেই এরকম নামকরণ আমার এবং

মা শোনো, আমি তোমার অন্য কথা মান্য না করতে পারলেও হৃদয়হীন হবো না। মা, নমিত থাকব। মা আমি সুস্থির থাকব। মা আমি তোমার সন্তান, যেন দুধে ভাতে থাকতে পারি।

মা, তুমি কেমন আছো, মাটির নিঃশব্দ গভীরে জল কাদায় মা তুমি কেমন আছো। বৃষ্টির দিনে মা শোনাতো সেই অমর কবিতা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান/শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান।

মা একবার আমাকে বলেছিল,

কবরের নিচে ঘুমিয়ে থাকতে খুব ভয় আমার। ওখানে পোকামাকড় খাবে আমাকে। নাহ্- এটা সহ্য হবে না। সহ্য হবে না। তোমরা আমার মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে দিও।

মা আমার গাছে ঝোলেননি। মৃত্যুর পর সব অনুভূতি স্তব্ধ হয়ে যায় এবং সামাজিক কারণে মাকে কবর দেয়া হয় এবং আমার ভয়ঙ্কর মন খারাপ থাকে এবং কবর দিয়ে ফিরে আসার সময় আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলাম এবং মনে হয়েছিল অনন্তকাল আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে ছিলাম এবং

সব শূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং সব শূন্য, সব শূন্য, সব শূন্য এবং আবার আমি ভাসমান, আবার আমি ভাসমান এবং আবার আমি ভাসমান এবং মায়ের মৃত্যুদিনের চেয়ে গভীর কোনো দুঃখময় দিন আসে না, আসে না... কারও জীবনে আসে না এবং

কুসুমের চালচলনের মধ্যে মায়ের প্রতিছাপ আছে এবং কুসুমের গলার স্বর এবং কুসুমের হাসির ঝলক এবং কুসুমের হাঁটার ভঙ্গি আমার মায়ের ছোটবেলার মতো এবং একদিন আমারও মায়ের বয়স ছিল ষোলো এবং সে ছিল পুরোপুরি কুসুম...

এবং এই কারণে কুসুম আমার অতিপ্রিয় এবং কুসুমকে আমি ভালোবাসি এবং কুসুমকে আমি ভালোবাসি এবং কুসুম আমার হৃদয় এবং আমি কুসুমের রিদয়।

কুসমের টলটলে চোখ-কানের লতি, কুসুমের চুলের ভাঁজ এবং উঁচু নাক, লতানে হাত আর ঋজু, খুব ছিপছিপে কুসুম এবং কুসুমের আটপৌরে সরল চেহারা এবং খুব সাধারণ পোশাক পরা কুসুম এবং আমি কুসুমের ছবি আঁকব এবং কুসুম হবে বাংলার নারীর প্রতীক এবং কামরুলের রঙের চেয়েও ঐশ্বর্য দেব কুসুমকে- গাঢ় সবুজ হলুদ এবং লালের ছিটায় কুসুমকে আমি জীবন্ত করব এবং লিপি কেন না করে যে আমি মেয়েদের ছবি আঁকতে পারব না, কেবল লিপিকেই আঁকতে হবে, কেন, কেন, এর কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই এবং ক্রমে লিপিকে আমার ভয়াবহ মনে হচ্ছে এবং ভয়াবহ এবং মেয়েদের মন রক্ষা করে চলার কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না এবং

কয়েকদিন মফস্বলে নিজের বাড়িতে থেকে শরীরটা খুব ঝরঝরে নির্ভার এবং আদর যত্নে, কুসুমের রান্না বাড়ায়- ডালের বড়ি, সজনে ডাঁটা, লাউ শাক, পুঁইশাক, শিমের বিচি, পার্শে মাছ, টাটকানি মাছ, কচি আমের টক এবং দেশি মুরগির ঝোল মাংস, টাকি ভর্তা, শুঁটকি, ভেটকি মাছ, লাউয়ের ডাল- এসব খেয়ে শরীর-মন দুটোই চাঙ্গা হয়ে গেল এবং ভালো ঘুম ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম আমার ভেতরের মানুষটাকে আবার জাগ্রত করে তুলল এবং

আমি অনুভব করতে লাগলাম, আমার চৈতন্য জুড়ে কবিতা ও ছবি ফুটে উঠতে লাগল এবং শুভ্র আকাশে মেঘেদের মধ্যে আমি অনবরত ড্রইং ও কম্পোজিশন আবিষ্কার করতে লাগলাম এবং স্কেচ খাতায় জমতে লাগল অনেক ড্রইং এবং একদিন ভোরের কুয়াশায় বসে কয়েকটি কবিতা অচেতন মনে উপস্থিত হলো:

এবং কে যেন লিখিয়ে নিলো কবিতা-
ঘাসেদের কিছু মৌলিক দুঃখ আছে।
দুঃখ কি অপার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোন
নুড়ি পাথরের বন্ধু।
দুঃখ কারা পায়?
যারা ঘাসেদের মত।
যারা সহজ, যারা নুয়ে থাকে,
যারা ঊর্ধ্বমুখী নয়
তারা দুঃখ পায়।
ঘাসেদের ভিড়ে আমি নম্র লাজুক মণিলতা।
আমাকে কি দুঃখ দেবে দাও?
আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি।
আরেকটি কবিতা-
নগ্নিকা, কে তুমি?
অগ্নির মতো আগ্নেয় তুমি, আগুন-
কোথায় থাকো তুমি?
আমস্টার্ডাম নাকি সুবর্ণগ্রাম
নাকি তাহিতির কূলে
ভুলে তুমি এসেছো আমাদের পাড়াগায়
সারা গা'য় তোমার রক্ত কুসুম-
নগ্নিকা, লোভীদের কাছে
ঘুরে ঘুরে বারবার
কোন কারবার তোমার
সব ছারখার হবে, তুমি আগুন-
আমার ড্রইং খাতায় উঠে এসো
ভালোবেসো আমাকে-
চন্দ্রিকানগরে আমি নিয়ে যাব
নগ্নিকা-
এবং

এই কয়দিনে অফুরন্ত মুক্ত বাতাস প্রবেশ করেছে আমার মগজে এই ঠাকুর পুকুরে আমাদের ছোট্ট বাসায়। এবং আমার ফুসফুস শ্লেষ্মাবিহীন এবং আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন ঝিমুনিহীন সমস্যা নেই এবং এখন আমি উদ্যমী এবং পরিশ্রমী এবং শক্তিমান।

আমার বাবা, ক্রমাগত মৃত সঞ্জীবনী সুরাপায়ী পিতা যিনি একদা কম্যুনিস্ট আন্দোলনকারী এবং বর্তমানে ব্যর্থতার স্বপ্ন চোখে নিয়ে বেঁচে আছেন এবং একজন বিশুদ্ধ মানুষ এবং কখনও কারো ক্ষতি করেননি, কখনো নামাজ পড়েননি এবং মৃদুভাষী এবং

পিতার সঙ্গে আমার সখ্য নেই এবং তার পদতলে বসে আমার মনে নয় আমি করজোড়ে ক্ষমা চাই। আমার ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাই।

আমার সার্থকতার জন্য ক্ষমা চাই।

আমার জন্মের জন্য ক্ষমা চাই।

আমার কর্মের জন্য ক্ষমা চাই।

পিতা, আমি ব্যর্থ হবো না। আমি ব্যর্থ হবো না। নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমি আলোর স্বপ্ন দেখি এবং

আমার মগজের কোষে নৃত্যরত মৌমাছিরা এখন মধুসঞ্চয় করেছে এবং স্বপ্নের বীজ বুনেছে এবং টের পাচ্ছি আমি ছবি আঁকব। এবং আমাকে আঁকতে হবে-

এবং একদিন ভোরে, ম্লান আলোয় ঘুম ভাঙে আমার এবং আমি তাকাই দূরের আকাশের দিকে এবং

আকাশের রঙ, মৃত্তিকা ও অগ্নির রঙ এবং বায়ু ও জলের রঙ আমার চোখে অপূর্ব দীপ্তির প্রতিভাস নির্মাণ করে এবং

এবং আমি একটি ছবির সূচনা করি এবং দ্রুত রং লেপন করতে থাকি এবং

শিল্পী শেষ পর্যন্ত সকল ছবিই নিজের দিকে ধাবিত করেন এবং নিজের ছবি আঁকতেই সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং

ইজেলের মধ্যে অস্পষ্টভাবে আত্মগত আমার নিজের প্রতিকৃতি ভেসে উঠতে থাকে এবং আকাশ-মৃত্তিকা অগ্নির সঙ্গে মিশ্রিত হতে থাকে এবং

আমি নিজেকেই ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত করি এবং আমার মগজের মৌমাছিগুলো বেরিয়ে পড়ে এবং ওরা প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং রূপ রস গন্ধ আহরণ করতে থাকে এবং

ইজেলের মধ্যে আমার নিজের ছবি বাঙ্ময় এবং পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পিতা এবং ছোটবোন কুসুম- এবং আমার লজ্জা পেতে থাকে।

এবং সব আচ্ছন্ন হয়ে যায় আমার কাছে।

এবং আমি চিত্রার্পিতের মতো স্থির, অবিচল ফ্রেমবন্দি হয়ে থাকি।

দূরের আকাশে জলরঙ কাঁপতে থাকে। এবং- ■